বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সাম্মানিক পরীক্ষার আংশিক শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা পত্র

"পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষায় পাঠরত ছাত্রীদের সমস্যা"

উপস্থাপক

তনুশ্রী দে

রোল – ১১১৬১৩১/ নং – ২০০১৯১

রেজি. নং- ১৩১০১৮২ (২০২০-২১)

সেমিস্টার – VI/ পত্র – DSE-4T

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ অর্ঘ্য শুকুল

ও

অধ্যাপিকা সোহিনী কুন্ডু

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারী মহাবিদ্যালয়

বালিগেড়িয়া ।। ঝাড়গ্রাম ।। পশ্চিমবঙ্গ

২০২৩

শংসাপত্র

এটি প্রত্যায়িত করা হচ্ছে যে, "পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষায় পাঠরত ছাত্রীদের সমস্যা" এইক্ষেত্র গবেষণা পত্রটি তনুশ্রী দে তার সমাজতত্ত্ব স্নাতক ষষ্ঠ সেমিস্টারের অংশ হিসেবে প্রস্তুত করেছে।আমি এই ক্ষেত্রে গবেষণাটি প্রত্যায়িত করছি।

Dr. Netai Chandra Das
Principal / Office in-charge
N.P.R.M. Govt. College

PRINCIPAL / OFFICER-IN-CHARGE
NAYAGRAM P.R.M. GOVT. COLLEGE
BALIGERIA, NAYAGRAM, JHARGRAM
WEST BENGAL, 721125

Date: - 11.8.2023
Place: - Baligeria

শংসাপত্র

এটি প্রত্যায়িত করা হচ্ছে যে, "পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষায় পাঠরত ছাত্রীদের সমস্যা" এইক্ষেত্র গবেষণা পত্রটি তনুশ্রী দে তার সমাজতত্ত্ব স্নাতক ষষ্ঠ সেমিস্টারের অংশ হিসেবে প্রস্তুত করেছে।আমরা এই ক্ষেত্রে গবেষণাটি যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে এটিকে প্রত্যায়িত করছি।

Arghya Sukul

Dr. Arghya Sukul
HOD
Department of Sociology
N.P.R.M. Govt. College

Date: - 11/08/2023
Place: - Baligeria

S. Kundu

Prof. Sohini Kundu
Assistant Prof.
Department of Sociology
N.P.R.M. Govt. College

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নয়াগ্রাম পন্ডিত রাঘুনাথ মুর্মু গর্ভমেন্ট মহাবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সেমিষ্টারের এ পাঠক্রম “সমাজতত্ত্ব” বিভাগে স্নাতক ডিগ্রিলাভের উদ্দেশ্যে এই গবেষণা পত্রটি উপস্থাপিত করেছি, “উচ্চশিক্ষায় পাঠরত পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রীদের সমস্যা” প্রকল্পটি রুপায়ন সম্পকে আমার প্রাথমিক ধারনা কম থাকলেও আমার “সমাজতত্ত্ব” বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ডঃ অর্ঘ্য শুকুল মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয়া সোহিনী কুন্ডু মহাশয়ার নির্দেশিকা এবং পরামর্শক্রমে আমার প্রকল্পের কাজটি রচনা করার ক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে অনুপ্রেরনা পেয়েছি।

এই গবেষনা মূলক প্রকল্পটি রচনার ক্ষেত্রে আমি প্রতি মুহুর্তে যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ সহযোগিতা ও নির্দেশনা লাভ করেছি তাদেরকে জানাই আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমার যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ডঃ অর্ঘ্য শুকুল মহাশয় ও “সমাজতত্ত্ব” বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতি সোহিনী কুন্ডু মহাশয়াকে এবং কৃতজ্ঞতা জানাই কলেজে প্রিন্সিপাল/ অফিসার ইন-চার্জ ডঃ নিতাই চন্দ্র দাস মহাশয়কে, কারণ তাঁদের সাহায্য ও তত্ত্বাবধান ছাড়া এই গবেষণা পত্রটি সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না।

এছাড়া সাহায্য করেছেন আমার পরিবারে মা ও বাবা এবং আমার কলেজের বন্ধুরা।তারা আমাকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে সাহায্য করেছেন যার ফলে প্রকল্পটিকে আরো সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পেরেছি।

Tanushree Dey

ইতি-

তনুশ্রী দে

তারিখঃ- ১৭/০৮/২০২৩

স্থানঃ - বালিগেড়িয়া

বি.এ.সাম্মানিক ষষ্ঠ সেমিষ্টার সমাজ তত্ত্ব বিভাগ,
নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু গর্ভমেন্ট মহাবিদ্যালয়
রেজি. নং – 1310182 of 2020-2021

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১) ভূমিকা	৮-১২
২) পূর্ব প্রকাশিত বিষয় সমূহের আলোচনা	১৩- ১৫
৩) গবেষনার উদ্দেশ্য	১৬- ১৮
৪) গবেষনার পদ্ধতি ও পদ্ধতিবিদ্যা	১৯- ২৩
৫) তথ্য বিশ্লেষণ	২৩- ৩৪
৬) উপসংহার	৩৫-৩৬
৭) সাক্ষাৎকার তপশীল	৩৭- ৪১
৮) গ্রন্থপঞ্জী	৪২-৪৩

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষায় পাঠরত ছাত্রীদের সমস্যা

অধ্যায় – ১

ভূমিকা

ভূমিকা

"বিদ্যাং সর্বত পূজ্জতেঃ" – এই সংস্কৃত কথার অর্থ হল বিদ্যা বা শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্ত জায়গাতে পূজা বা কদর করা হয়। আর এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই নারীরা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ও বৈচিত্রপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ হল ভারতবর্ষ, যার জনসংখ্যা সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম বর্তমান। স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কেবল স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রেই বৈষম্য রয়েছে তাই নয়,বৈষম্য রয়েছে পেশার ক্ষেত্রে, সম্পত্তি বিভাজনের ক্ষেত্রে, মর্যাদা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রভৃতি। এই বৈষম্য ভারতে প্রকট হলেও পৃথিবীর সর্বত্রই কম বেশি বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া মর্যাদা গত দিক থেকে সব সময়ই নারীদের সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর বলা হয়েছে এর পাশাপাশি নারীদের ও পরনির্যাতনের প্রকৃতি খুব ভয়ঙ্কর, যেমন- ধর্ষন, বধূ নির্যাতন, বধূ হত্যা প্রভৃতি।এই নারী নির্যাতন ও বঞ্চনার এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে তা দূর করা যেতে পারে নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং যা সম্ভব হতে পারে একমাত্র নারীশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, কোনও যুগে যেকোন ও সমাজেই শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, শিক্ষার মাধ্যমেই এক প্রজন্মের উত্তরাধিকার পৌঁছে যায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, এই প্রক্রিয়াতেই চলতে থাকে সামাজিকীকরণের কাজ, তাই বলা হয় সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যতম এবং কার্যকারীতার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা শব্দটিকে আমরা ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহার করে থাকি। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে জীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে বোঝায়।

প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে বেদ-উপনিষদের সময়কালে নারীর সহজ অবস্থান ও বৈদিক শিক্ষার পারদর্শিতা সম্পর্কে আজ আর কোণ দ্বিমত নেই; এই সময় বিভিন্ন শিক্ষিত নারীর নাম পাওয়া যায়। যেমন- ঘোষা, অপালা, লোপামুদ্রা, আধা, বিশ্ববারাপ্রমুখ।

প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার প্রমান রামায়ন ও মহাভারতে ও আছে।কৌশল্যা এমনকি বলিপত্নী তারা পর্যন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে পুত্র ও স্বামীর কল্যানের জন্য যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করেছেন।সীতা সন্ধ্যাকালে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে সান্ধ্য বন্দনা করতেন।মহাভারতে কুন্তি অর্থ বেদে পারদর্শী ছিলেন।

যদি ও প্রাচীনকালে নারী শিক্ষাবহুল ভাবে প্রচলিত ছিল কিন্তু তা ছিল বিরাট নারী সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারীদের মধ্যে। অর্থাৎ নারীদের মধ্যে তেমন ভাবে শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি।

নারী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই পৃথিবীজুড়ে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের পথে যতরকম বাধা বিঘ্ন ছিল সব অপসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শত কেনারী অধিকার রক্ষাকে কেন্দ্র করে ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। মুলত, ব্রিটিশ রাজ ও পশ্চিমী সংস্কৃতি ও কার্জনের সূত্রপাতের সঙ্গেই এই ধারণের আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল। তবে সেই সময়কার ভারতীয় মহিলাদের অবস্থান ও বহির্জগতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তথ্য কম থাকায় সেই সময়ে নারী আন্দোলনের মূল্যায়ন করা সহজ নয়। তা স্বত্বেও কিছু পুরুষদের লেখনি থেকে এবং কিছু উচ্ছসিত মহিলাদের কাহিনী থেকে সেই সময়ের মহিলাদের দুর্বিসহ জীবন সম্পর্কে জানা যায় সেই সময় ভারতীয় মহিলারা উৎপীড়িত ও নিপীড়িত ও ধর্মীয় সংস্কারে বলী হতেন।

অষ্টাদশ শতকে কিছু পুরুষ সমাজ সংস্কারের নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।তাঁদের নেতৃত্বেই মহিলাদের অসহায় অবস্থার উন্নতি শুরু হয়েছিল, ভারতে নারী

আন্দোলনের ধারাকে উপলব্ধি করার জন্য ভারতীয় রেনেসাঁস ও নারী আন্দোলনের এক সমাপতন লক্ষ করা যায়।ভারতীয় সমাজ ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক যেখানে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নারীকে গণ্য করা হতো, সতীদাহ, শিশুবিবাহ, বহুবিবাহের মতো ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান ছিল কুলিন প্রথা ও দেবদাসী প্রথা ও এইসময় ছিল।

এই নবজাগরণের সময় তৈরী হয়েছিল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিরা। এদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও তার ইয়ংবেঙ্গল দল, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরে যারা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারা হলেন দয়ানন্দ সরস্বতী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, কেশব কার্ভে প্রমুখ।

এই আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল কলকাতা, যদিও বাংলার বাইরে তা ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের পথিকৃৎ হলেন রাজা রামমোহন রায় যার প্রধানতম কৃতিত্ব হলো ১৮২৯ সালে আইনানুগভাবে সতীদাহ প্রথা রদ। রামমোহন ও তার অনুগামীরা বহু বিবাহের বিরুদ্ধে ও নারীর সম্পত্তির অধিকারের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী নারীশিক্ষা ও নারীর সামাজিক অধিকারের বিষয়টির তুলে ধরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ত্ব বোধিনী সভানারী শিক্ষার বিষয়টির ও পরমনোনিবেশ করে।

খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ভারতে বিভিন্ন কাজের পিছনে ধর্মীয় কারণ খুঁজে পাওয়া গেলে ও নারীশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।এদের মধ্যে ও কয়েকজন বিরাট মাপের ব্যাক্তিত্ব ছিলেন যারা প্রকৃত ভাবেই নারীশিক্ষা প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।পরবর্তী কালে নারীশিক্ষা প্রসারে সমাজের উচ্চশ্রেনীর কিছু মহিলা এগিয়ে এসেছিলেন।এদের মধ্যে প্রখ্যাত কবি তরু দত্ত, অরু দত্ত, পন্ডিতা রামা বাঈ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নারী উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেলে ও তা সিমাবদ্ধ ছিল উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যেই।

এই সময়ের একজন মহান মানুষ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও কর্মকান্ডের ফলে ব্রিটিশ বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করেন যা গোঁড়া হিন্দু সমাজে সংঘাতিক একটি কু-সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ করার ও চেষ্টা করেন। তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নারীশিক্ষা প্রসারে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় নির্মান করা।

নারীশিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়া ও আর্যসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে এই সব সংগঠনগুলি একই সাথে সংস্কারপন্থী ও প্রাচীন মূল্যবোধের পুণরাবির্ভাবে বিশ্বাসী। ১৯১৪ সালের বঙ্গভঙ্গে ও বিভিন্ন নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই সমস্ত নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দেবী চৌধুরানী, স্বর্ণকুমারী দেবী, সুনীতি দেবী প্রমুখেরা যারা দেশপ্রেম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

অধ্যায় -২

পূর্ব প্রকাশিত বিষয় সমূহের আলোচনা

প্রাসঙ্গিক পূর্ব মুদ্রিত বিষয় সমূহের পর্যালোচনা

প্রাসঙ্গিক বই- পত্র, পত্রিকা, রচনা, প্রবন্ধ পাঠকের মনোনিত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে মনোনিত বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে।পূর্বের গবেষনার লক্ষ কি ছিল, কি ফলে উপনীত হয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করাকে বলা হয় সাহিত্য পর্যালোচনা।

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গবেষনা পত্রগুলি ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য অধ্যয়ন করে গবেষক তার গবেষনার প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেন ও মনোনীত বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলেন।

❖ উপরিক্ত বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক গবেষণাপত্র নীচে উল্লেখ করা হলঃ –

গবেষনামূলক প্রতিবেদনে উচ্চশিক্ষা এবং ছাত্রীদের শিক্ষায় সমস্যা ও ওতপ্রোতভাবে সম্পর্ক যুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কয়েকটি প্রতিবেদনে "উচ্চশিক্ষাকে" পরিবারের অর্থ- সামাজিক স্তরের প্রকৃতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যেকোন ও যুগে যে কোনও সমাজেই শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষার মাধ্যমেই এক প্রজন্মের উত্তরাধিকার পৌঁছে যাই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। এই প্রক্রিয়াতেই চলতে থাকে সামাজিকী করনের কাজ। তাই বলা হয় সামাজিকী করনের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যতম এবং কার্যকারিতা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

বিবাহিত মহিলাদের উচ্চশিক্ষা ও ক্ষমতায়নের সূচক মহিলাদের শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা সার্বিক ও দীর্ঘ উন্নয়ন নিশ্চিত করে এতে কারিগরি ও বৃত্তি মূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষন উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণায় মানের নিশ্চিয়তার প্রতি যথাযথ মনোযোগ সহন্যায়-সঙ্গত এবং বর্ধিত অ্যাক্সেস রয়েছে, এই যোগাযোগ বিবাহিত মহিলা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনসংখ্যার তুলনায় মহিলা অর্থাৎ নারী তালিকা ভুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের অংশ গ্রহনের উপর নজর

অধ্যায় -২

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান সমাজ ক্রমশ প্রগতিশীল, এই সমাজের প্রগতির জন্য শিক্ষা হল খুবই গুরুত্বপূর্ন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রসঙ্গত, আমরা পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের কথা বলতে পারি। জঙ্গলমহলের অনেক অঞ্চল আছে যেখানে ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় আঙ্গিনায় পৌঁছাতে পারেনি। আমি এই গবেষণার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছি যে নয়াগ্রামের সমীক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের উচ্চশিক্ষায় পাঠরত ছাত্রীদেরকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলিকে গবেষণা যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠুক না কেন তা মূলত এক বা একাধিক উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক হয়ে থাকে, তেমনি উচ্চশিক্ষায় পাঠরত পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রীদের সমস্যা সমূহ গবেষণার পেছনে অনেকগুলি উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্দেশ্যগুলি হল-

- **উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে ছাত্রীদের লক্ষ্য কী?**
- **নয়াগ্রাম এলাকায় মহিলাদের উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য কী কী?**
- **মহিলাদের চিরাচরিত সংস্কৃতি কি তাদের উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে অন্তরায়?**
- **মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থা কীভাবে তাদের উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়?**
- **মহিলাদের উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কিভাবে নেতিবাচক মনোভাবকে এড়িয়ে সচেতন পদক্ষেপ নেওয়া যায়?**
- **মহিলাদের উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধান কল্পে জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?**

অধ্যায়ঃ -৪

গবেষণা পদ্ধতি ও পদ্ধতিবিদ্যা

গবেষণার পদ্ধতি ও পদ্ধতিবিদ্যা

গবেষণা প্রক্রিয়ায় যে দর্শন ব্যবহার করা হয় তাকে পদ্ধতিবিদ্যা বলে। যে মূল্যবান ভাবাদর্শ থেকে কোন গবেষক তাঁর কাজের যৌক্তিকতা খোঁজেন বা যে বিশ্বাসের সাহায্যে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন, তাকে পদ্ধতিবিদ্যা বলে। গবেষণা পদ্ধতিবিদ্যা গবেষণা সংক্রান্ত বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হল। কার্ল পিয়ারসন -এর মতানুসারে- " **Facts alone don't make science, it is the method by which the facts study.**"

গবেষণা পদ্ধতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, সেগুলি –

1. গুনগত গবেষণা পদ্ধতি।
2. পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতি।
3. মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি।

1. **গুনগত গবেষণা পদ্ধতিঃ** – যে গবেষনায় প্রয়োজনীয় উপায় সরাসরি পর্যবেক্ষন, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা আলোচনা ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। যার সবই অপরিমাপযোগ্য তাকে গুনগত গবেষণা বলে। গুনগত গবেষণা করা হয় মূলত কোন কিছু সম্পর্কে নতুনভাবে জানতে, তুলনা করতে, গুনগত গবেষণা ফলাফল গানিতিক উপায়ে বা পরিসংখ্যান ভাবে প্রকাশ করা যায়।
2. **পরিমানগত গবেষণা পদ্ধতিঃ** – যে গবেষণায় ব্যবহৃত উপায় সবসময় সংখ্যাসূচক হয় এবং যা গানিতিক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় তাকে পরিমানগত পরিসংখ্যাগত, যৌক্তিক এবং গানিতিক কৌশল ব্যবহার করে সংখ্যা সূচক তথ্য তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক গবেষনায় বা সমস্যা সমাধান করতে ব্যবহৃত হয় এই গবেষণা পদ্ধতি।
3. **মিশ্র গবেষণা পদ্ধতিঃ** – এই পদ্ধতি উপরের উভয় পন্থাকে (গুনগত ও পরিমাণগত) একত্রিত করে তথ্য বিশ্লেষন করা হয়। পরিমানগত পদ্ধতি

আমাদের কিছু নির্দিষ্ট তথ্য এবং পরিসংখ্যান প্রদান করবে, যেখানে গুনগত পদ্ধতি আমাদের গবেষণাকে একটি আকর্ষনীয় মানবিক দিক প্রদান করবে।

নমুনা কাঠামো এবং নমুনা আকার

প্রস্তাবিত অধ্যায়নের নমুনাটি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু গভঃ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী ছাত্রীদের থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এখানে ১৮-২৫ বছর বয়সী ছাত্রীদেরকেই সাক্ষাৎকারের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল। যাইহোক উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা টানা হয়েছিল।

নমুনায়ন পদ্ধতি

নমুনায়ন হল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক একটি মাত্র অংশ, নমুনা পর্যবেক্ষন করে তার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণীকরনে পৌঁছানোর লক্ষ্যই হল নমুনায়ন। নমুনা হল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক একটি ছোট অংশ। নমুনা পর্যবেক্ষন করে তার থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠী-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারনীকরনে পৌঁছানোর লক্ষ্য হল নমুনায়ন।

বর্তমানে গবেষণাটিতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন প্রক্রিয়ার কৌশল অনুসরন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি উত্তরদাতা হল ১৮-২৫ বছর বয়সের ছাত্রী।

বিশ্লেষণের এককঃ —সামাজিক গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন অনেক সময় বিশ্লেষনের এককের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে গবেষণার কাজে একক হিসাবে ব্যক্তিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ১৮-২৫ বছর বয়সের ছাত্র ছাত্রীরা এখানে বিশ্লেষনের একক।

নমুনার আকারঃ - এই কাজে নমুনার আকার হল ৫০ জন।

সময়ঃ - পুরো তথ্য সংগ্রহ করতে সময় লেগেছে প্রায় এক মাস। প্রত্যেক উত্তরদাতার সময় লেগেছে প্রায় আধা ঘন্টা (পরিস্থিতি অনুযায়ী এর বেশি সময় ও লেগেছে)

সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন তালিকা

যেহেতু এই গবেষনার পদ্ধতি হিসাবে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাই প্রশ্নপত্র হিসাবে সাক্ষাৎকার প্রশ্নতালিকা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে গবেষকের পক্ষে উত্তরদাতাকে উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

এই গবেষণা বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উদ্দেশ্য ভিত্তিক নমুনাচয়ন ব্যবহার করা হয়েছে। যে পদ্ধতিতে গবেষক নিজের ইচ্ছামতো এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, প্রয়োগের মাধ্যমে নমুনা সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা নির্বাচন করে থাকেন তাকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন বলে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্নমালা প্রস্তুতি করণঃ –

প্রশ্নমালা হল ক্ষেত্র সমীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি স্বরুপ তত্ত্বাবধায়কের একান্ত সহযোগীতায় আমরা কোন সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী হয়েছি এই বিষয়টি বোঝার জন্য ব্যবহার্য্য তথ্যের প্রয়োজন।

প্রশ্নমালাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

চিত্রঃ – ছাত্রীদের সহিত সাক্ষাৎকার

মুক্ত প্রশ্নমালাঃ – এই প্রশ্নমালার মাধ্যমে উত্তর দাতার কাছ থেকে বিষয় সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, এখানে উত্তরদাতা মনের ভাব সম্পূর্ণরুপে প্রকাশ পায়।

বদ্ধ প্রশ্নমালাঃ – এই প্রশ্নমালা থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উত্তর দাতাকে কতকগুলি নির্দিষ্ট উত্তরের মধ্য দিয়ে নিজ উত্তরকে বেছে নিতে হয়, এক্ষেত্রে উত্তর দাতার মতামত প্রকাশের স্থান থাকে না, উত্তর হ্যাঁ বা না দিতে হয়।

তথ্য বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় পর্যায় হল এক ধরনের ডেটা যা ইতিমধ্যেই সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল, অনলাইন পোর্টাল ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে, ব্যবসায়িক অধ্যয়নে আপনার গবেষণার ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রচুর পরিমানে ডেটা উপলব্ধ রয়েছে প্রায় প্রকৃতি নির্বিশেষে গবেষনা এলাকা। অতএব, গবেষণায় ব্যবহার করার জন্য গৌণ ডেটা নির্বাচন করার জন্য উপযুক্ত মানদন্ডের সেট প্রয়োগ গবেষণার বৈধতা এবং নির্ভর যোগ্যতার মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই মানদন্ডগুলির মধ্যে রয়েছে, তবে প্রকাশের তারিখ, লেখকের প্রমানপত্র, উৎসের নির্ভরযোগ্যতা, আলোচনার গুণমান, বিশ্লেষণের গভীরতা, গবেষণার সেকেন্ডারী ডেটা সংগ্রহ, সাহিত্য পর্যালোচনা অধ্যায়ে আরও গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায় সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি সময়, প্রচেষ্টা এবং খরচ বাঁচানোর মতো বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। তবে, তাদের একটি বড় অসুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে, গৌণ গবেষণা নতুন ডেটা তৈরি করে সাহিত্যের সম্প্রসারণে অবদান রাখে না।

সামাজিক গবেষনা তথ্য সংগ্রহের পর বিশ্লেষন করে তথ্যাদির অর্থ নির্ণয় করা হয়ে থাকে, উক্ত বিষয়ে গবেষণায় প্রাপ্ত বিশ্লেষণ নিম্নে আলোচনা করা হল-

তালিকা ১.১

উত্তরদাতার বয়স

বয়স	পরিসংখ্যা	শতাংশ
১৮-২১ বছর	১৮	৩৬
২২-২৫ বছর	৩২	৬৪
মোট	**৫০**	**১০০**

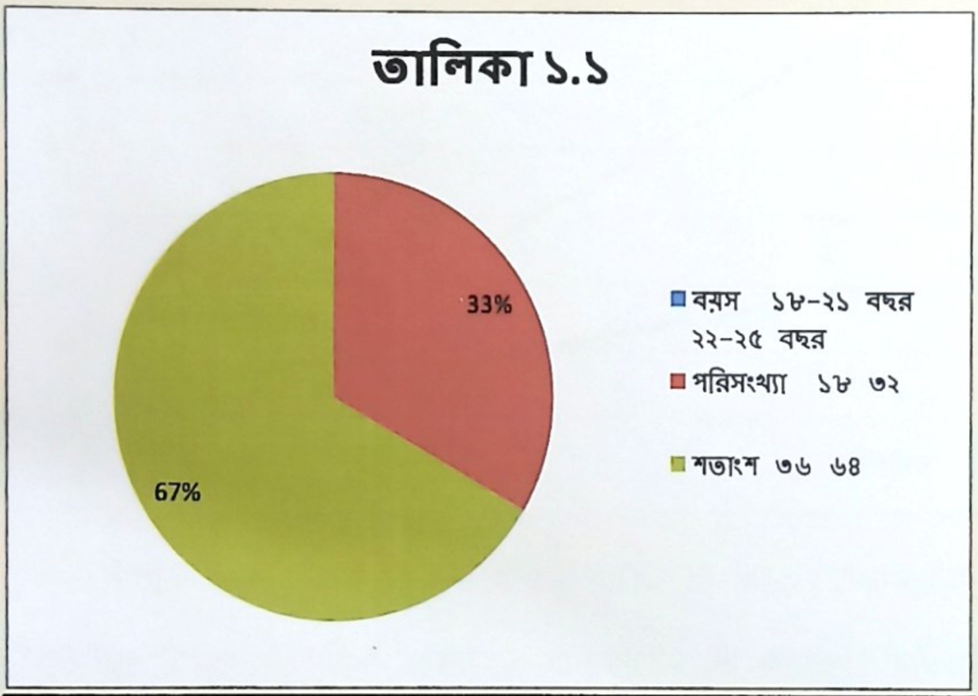

উপরে সারনী থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৮-২১ বছরের মধ্যে যাদের সংখ্যা ১৮ যা মোটের ৩৬%, আবার ২২-২৫ বছরের মধ্যে যাদের সংখ্যা ৩২ যা মোটের ৬৪%, অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উত্তর দাতাদের মধ্যে ২২-২৫ বছরের মধ্যে বয়সি উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি।

তালিকা ১.২

উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	পরিসংখ্যা	শতাংশ
বিবাহিত	১০	২০
অবিবাহিত	৪০	৮০
মোট	৫০	১০০

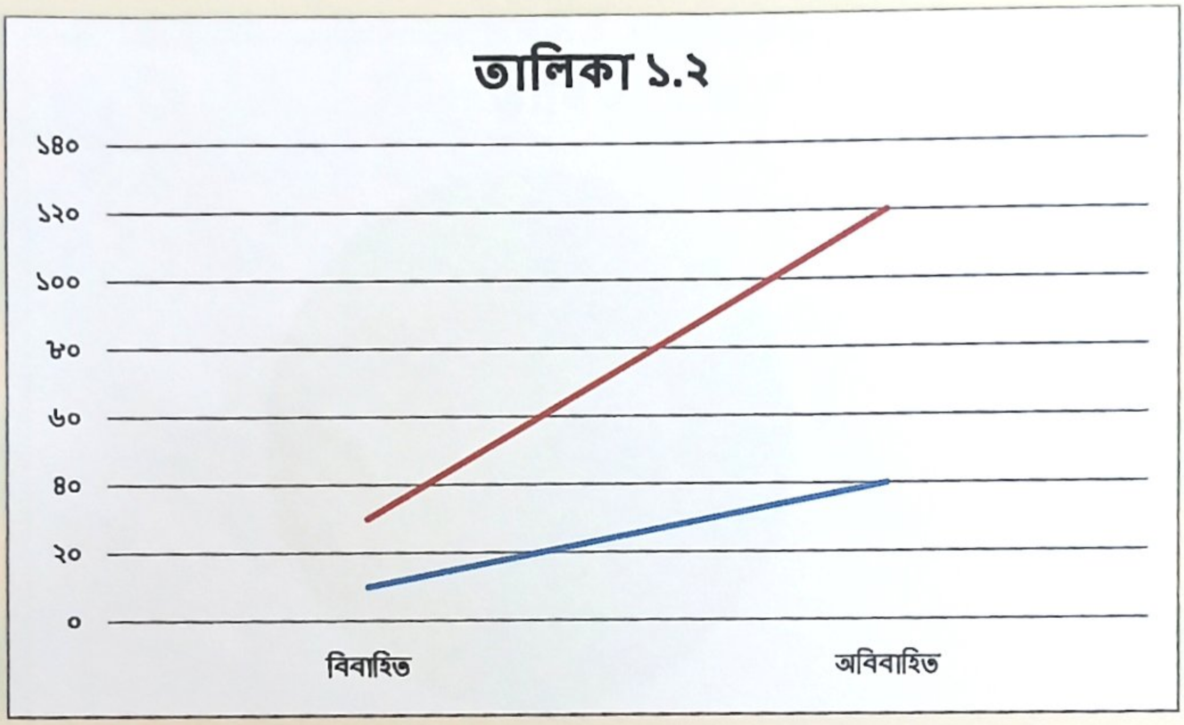

উপরে সারনী থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০ জন উত্তর দাতার মধ্যে বিবাহিত সংখ্যা ১০ যা মোটের ২০ শতাংশ। অবিবাহিত সংখ্যা ৪০ যা মোটের ৮০ শতাংশ। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উত্তর দাতাদের মধ্যে বিবাহিত অপেক্ষায় অবিবাহিত সংখ্যা বেশি।

তালিকা ১.৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা

উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিসংখ্যা	শতাংশ
স্নাতক	২৭	৫৪
স্নাতকোত্তর	১৫	৩০
অন্যান্য	৮	১৬
মোট	৫০	১০০

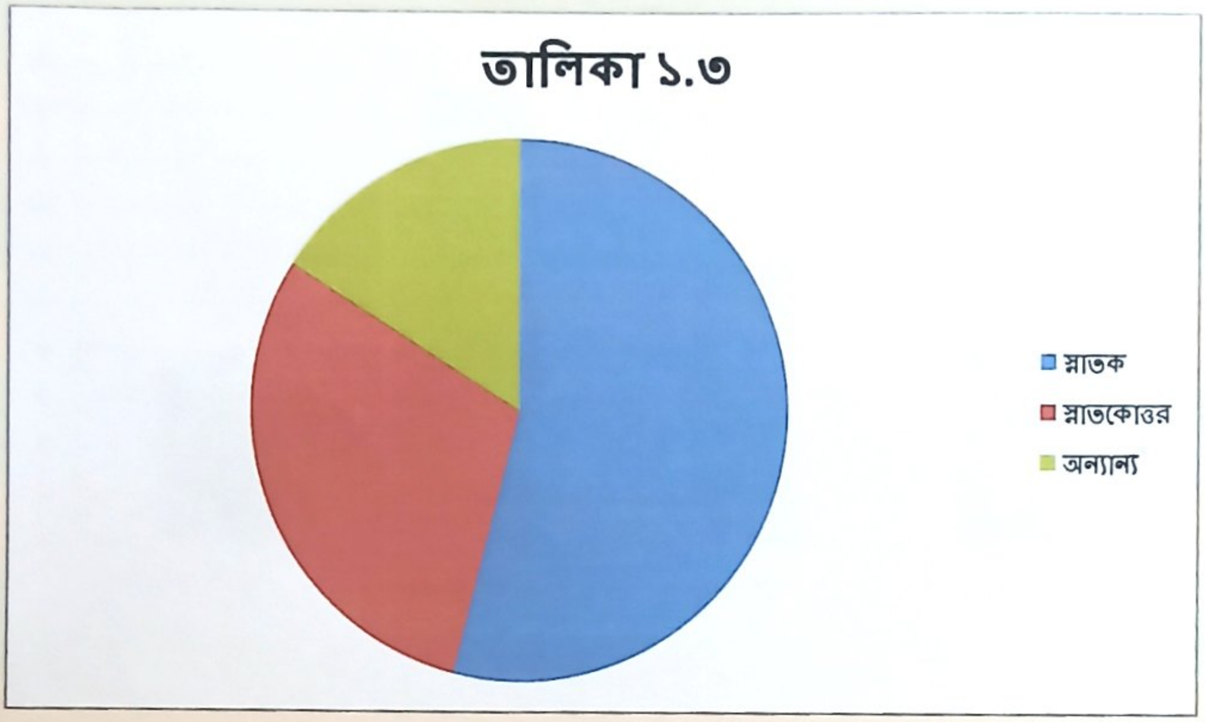

উপরের সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০জন উত্তরদাতাদের মধ্যে স্নাতক উত্তরদাতা সংখ্যা ২৭ যা মোটের ৫৪ শতাংশ। স্নাতকোত্তরের সংখ্যা ১৫ যা মোটের ৩০ শতাংশ। অন্যান্য সংখ্যা ৮ যা মোটের ১৬ শতাংশ, অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে স্নাতক এর উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি।

তালিকা ১.৪

উত্তরদাতার জাতিকেন্দ্রীক সারণী

জাতি	সংখ্যা	শতাংশ
জেনারেল	৮	১৬
এস.সি.	১৯	৩৮
এস.টি.	১২	২৪
ও.বি.সি.	১১	২২
মোট	৫০	১০০

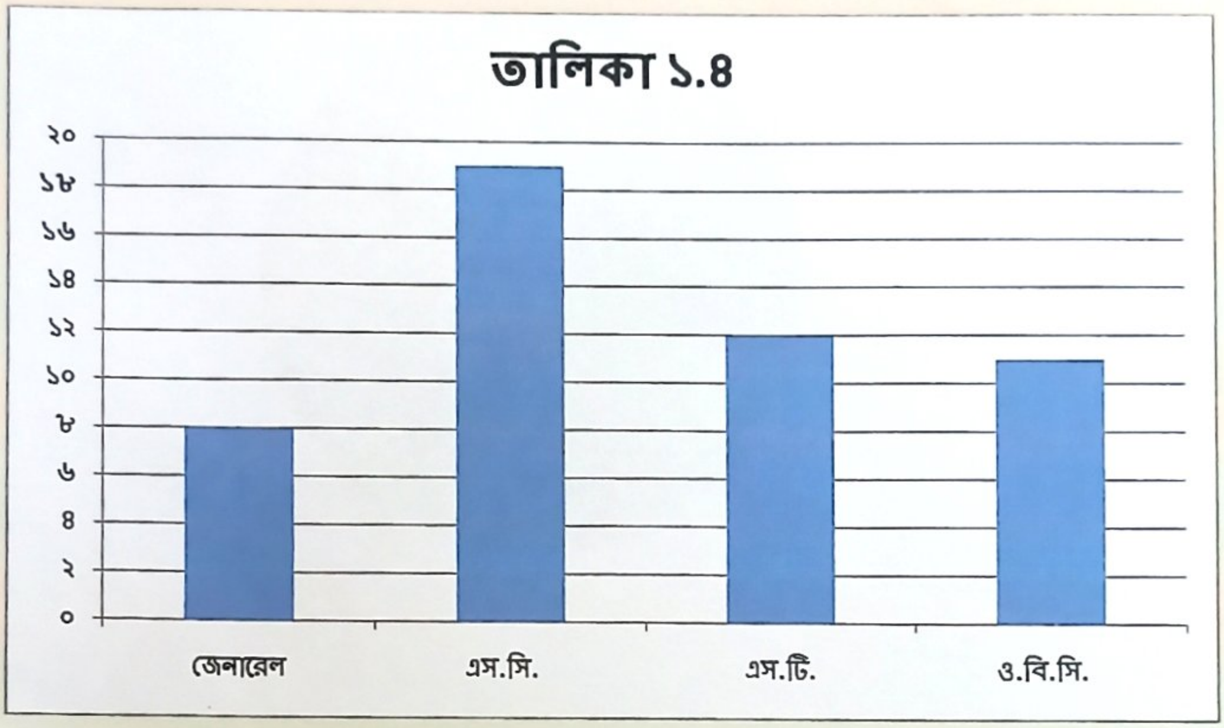

উপরে সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০জন উত্তরদাতাদের মধ্যে জেনারেল শ্রেণী ভুক্তর সংখ্যা ৮ জন যা মোটের ১৬ শতাংশ। এস.সি. শ্রেণীভুক্তর সংখ্যা ১৯জন যা মোটের ৩৮ শতাংশ। এস.টি. শ্রেণীভুক্তর সংখ্যা ১২জন যা মোটের ১২ শতাংশ এবং ও.বি.সি. শ্রেণিভুক্তর সংখ্যা ১১ যা মোটের ২২ শতাংশ। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে এস.টি. শ্রেণিভুক্তের উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি।

তালিকা ১.৫

উত্তরদাতার লক্ষ্যকেন্দ্রিক সারণী

লক্ষ্য	সংখ্যা	শতাংশ
চাকরী	৩৬	৭২
অন্যান্য	১৪	২৮
মোট	৫০	১০০

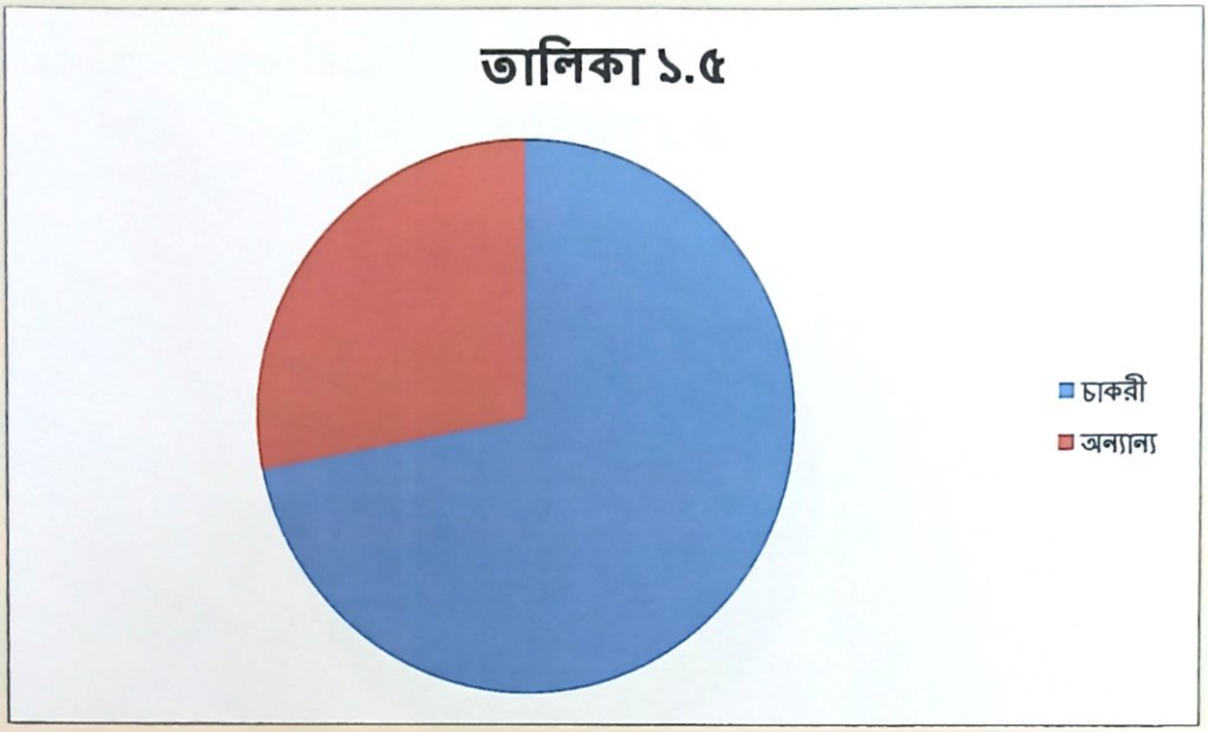

উপরের সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৬জন অর্থাৎ ৭২ শতাংশ উত্তরদাতার লক্ষ্য চাকরি এবং অন্যান্য লক্ষ্য ১৪জন অর্থাৎ ২৮ শতাংশ উত্তরদাতার অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় চাকরীর লক্ষ্য অন্যান্য লক্ষ্যের তুলনায় বেশি।

তালিকা ১.৬

মহিলাদের সমান প্রাধান্যকেন্দ্রিক সারণী

মহিলার কি সমান প্রাধান্য আছে	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৪৫	৯০
না	৫	১০
মোট	৫০	১০০

উপরিক্ত সারনী থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মোট ৫০জন উত্তরদাতার মধ্যে মহিলাদের সমান প্রাধান্য আছে সংখ্যা ৪৫ যা মোটের ৯০ শতাংশ। আর বাকী ৫জন অর্থাৎ মোটের ১০ শতাংশের মতে মহিলাদের ক্ষেত্রে সমান প্রাধান্য নেই।

<u>তালিকা ১.৭</u>

উত্তরদাতার বড় সমস্যাকেন্দ্রিক সারণী

বড় সমস্যা	সংখ্যা	শতাংশ
অর্থনৈতিক	২১	৪২
যাতায়াত	১৭	৩৪
ভাষাগত	৪	৮
অন্যান্য	৬	১২
নেই	২	৪
মোট	৫০	১০০

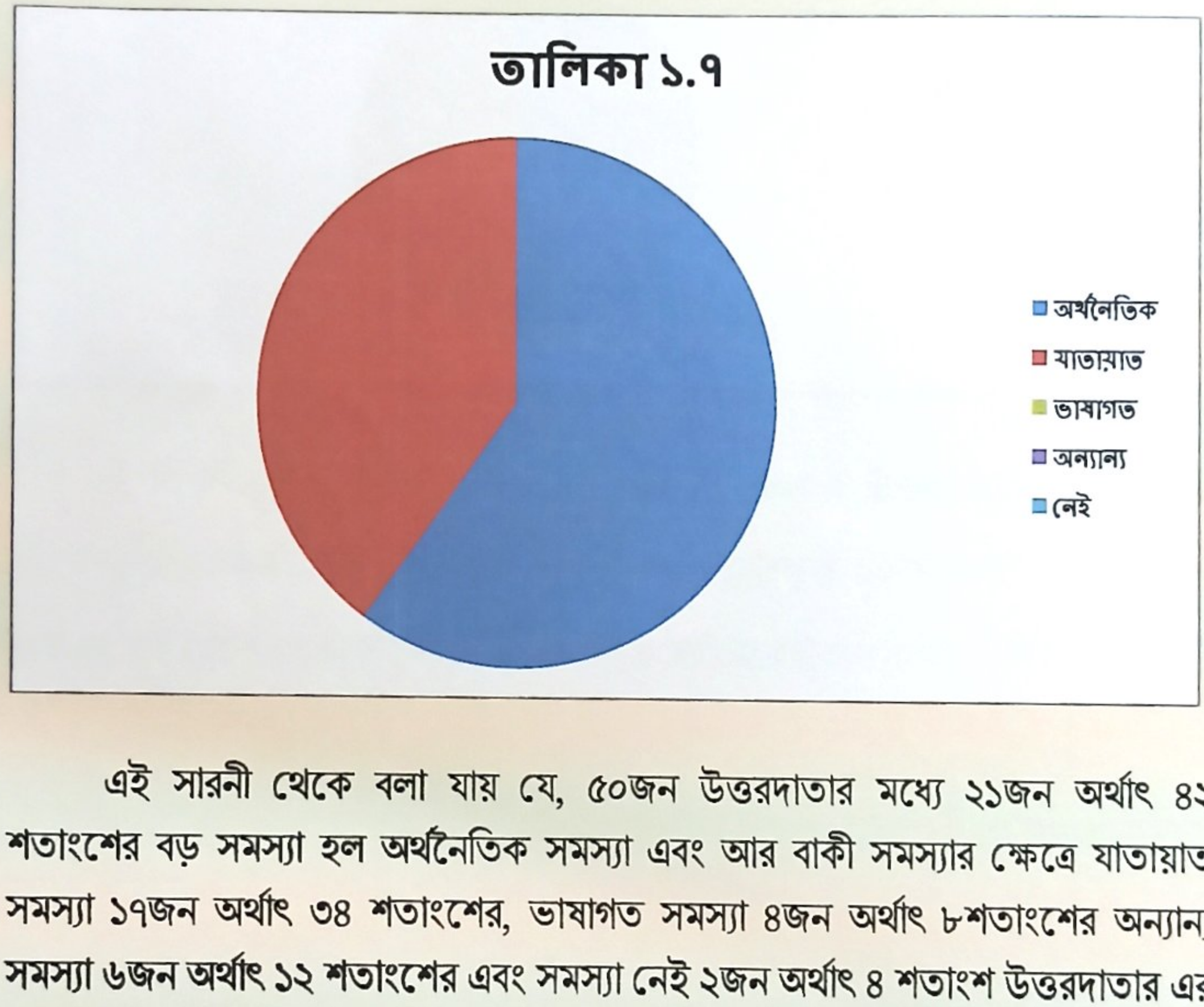

এই সারনী থেকে বলা যায় যে, ৫০জন উত্তরদাতার মধ্যে ২১জন অর্থাৎ ৪২ শতাংশের বড় সমস্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা এবং আর বাকী সমস্যার ক্ষেত্রে যাতায়াত সমস্যা ১৭জন অর্থাৎ ৩৪ শতাংশের, ভাষাগত সমস্যা ৪জন অর্থাৎ ৮শতাংশের অন্যান্য সমস্যা ৬জন অর্থাৎ ১২ শতাংশের এবং সমস্যা নেই ২জন অর্থাৎ ৪ শতাংশ উত্তরদাতার এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক সমস্যার উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি।

তালিকা ১.৮

পরিবারের ধরন অনুযায়ী সারনী

পরিবারের ধরন	সংখ্যা	শতাংশ
একক পরিবার	৩০	৬০
যৌথ পরিবার	২০	৪০
মোট	৫০	১০০

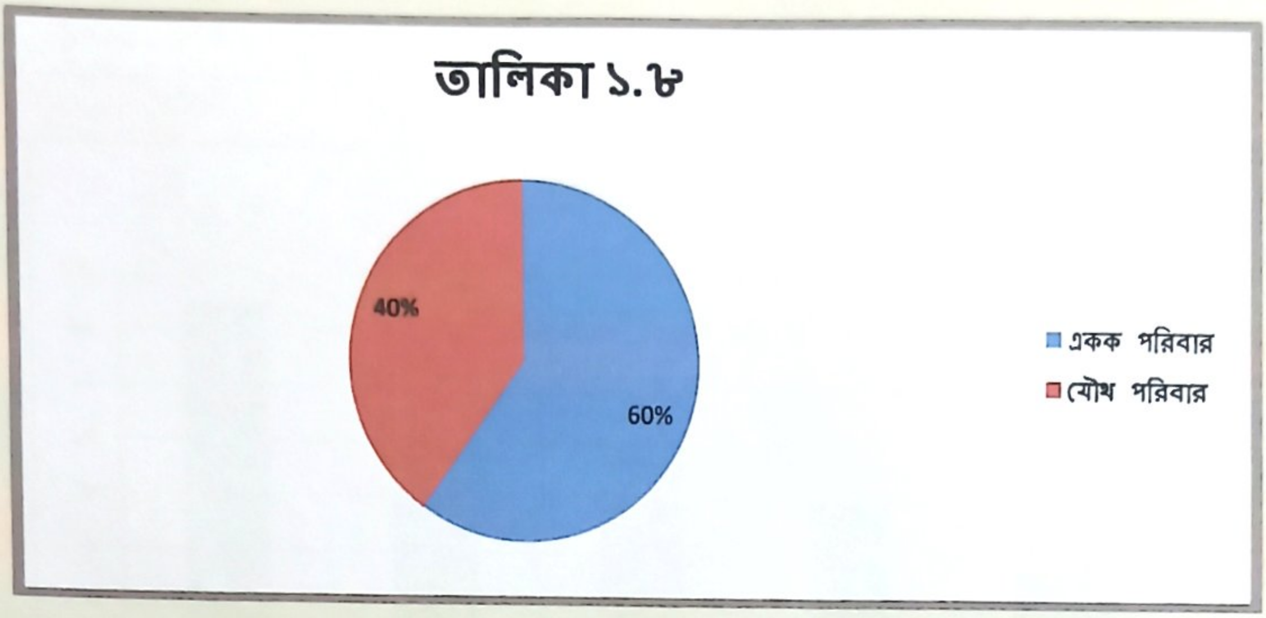

উপরিক্ত সারনী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে ৫০জন উত্তরদাতার মধ্যে একক পরিবারভুক্ত ৩০জন অর্থাৎ ৬০ শতাংশ এবং যৌথ পরিবারভুক্ত ২০জন অর্থাৎ ৪০ শতাংশ। অতএব, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে একক পরিবারের উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি।

তালিকা ১.৯

পরিবারের মাসিক আয় কেন্দ্রিক সারনী

মাসিক আয় (টাকা)	সংখ্যা	শতাংশ
১০০০-৩০০০	১৫	৩০
৩০০১-৬০০০	১০	২০
৬০০১-৯০০০	১০	২০
৯০০১-১২০০০	৮	১৬
১২০০০ টাকার বেশি	৭	১৪
মোট	৫০	১০০

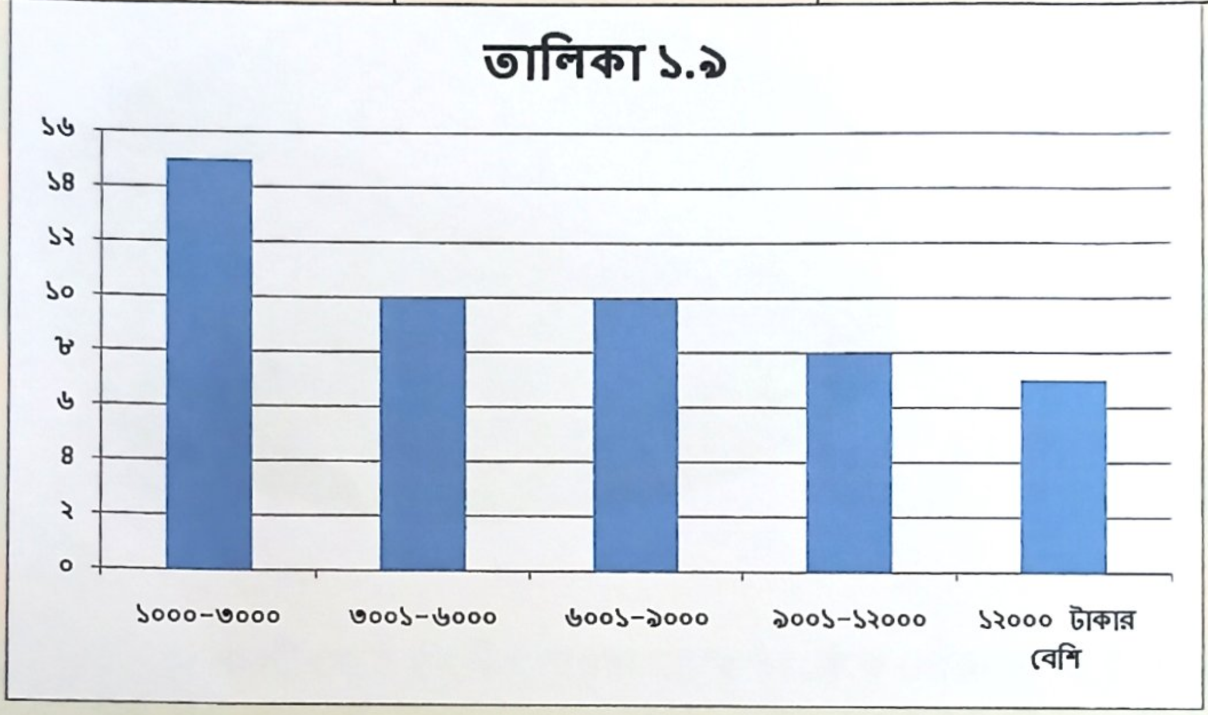

উপরিউক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৫০জন উত্তরদাতার মধ্যে ১০০০-৩০০০ টাকা মাসিক আয় ১৫জন ৩০০১-৬০০০ টাকা মাসিক আয় ১০জন, ঠিক একই জন ৬০০০- ৯০০০ টাকা মাসিক আয়, ৮জন ৯০০১-১২০০০ টাকা মাসিক আয় করেন এবং বাকী ৭জন ১২০০০ টাকার বেশি আয় করেন।

তালিকা ১.১০

পরিবারের সমর্থন উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে

পরিবারের সমর্থন	সংখ্যা	শতাংশ
সম্পূর্ণ	৪৫	৯০
আংশিক	৫	১০
একদমই করে না	০	০
মোট	৫০	১০০

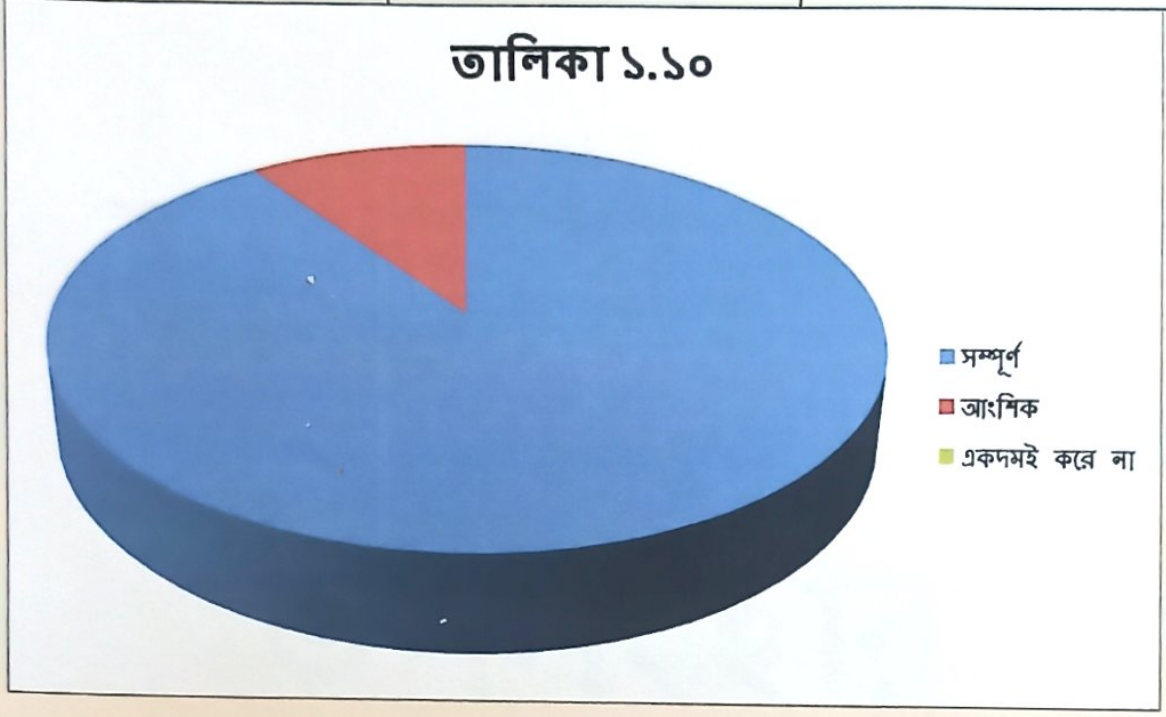

উপরের সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৫জন অর্থাৎ ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে পরিবারের সমর্থন সম্পূর্ণ রুপে পান, এবং ৫জন অর্থাৎ ১০ শতাংশ উত্তরদাতা পরিবারের আংশিক সমর্থন পান এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে পরিবারের সমর্থন সম্পূর্ণ রুপে পায় উত্তরদাতারা।

অধ্যায়ঃ -৬

উপসংহার

উপসংহার

দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রবেশ ছিল রুদ্ধ। বিগত উনবিংশ শতকের ত্রিশ –এর দশক থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর শিক্ষাদানের সুযোগ হয়। ভারতে নারীর শিক্ষায়তনের প্রবেশ ঘটতে থাকে উনবিংশ শতকের চল্লিশের দশকে।

এক্ষেত্রে আমি এই গবেষণা কার্যটি করার সময় লক্ষ্য করেছি উচ্চশিক্ষায় পাঠরত নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারি মহাবিদ্যালয়ে বেশির ভাগই হিন্দু ধর্মাবলম্বী খুব কম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ছাত্রী রয়েছে, এখানে পাঠরত বেশির ভাগই এস.টি., এস.সি. জাতিভুক্ত এবং বেশির ভাগই ছাত্রী একক পরিবার থেকে এসেছে, এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বেশিরভাগ ছাত্রীর পরিবার সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

উচ্চশিক্ষায় পাঠরত ছাত্রীদের বেশিরভাগ পড়াশুনা চলাকালীন বিবাহকে সমর্থন করে না। এই সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, বেশিরভাগ ছাত্রীদের সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো এবং সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, বেশির ভাগ ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থাই হল মূল সমস্যা। আমি আমার গবেষনার মাধ্যমে লক্ষ্য করেছি ছাত্রীদের বাস্তব অবস্থা, প্রত্যক্ষভাবে নয়াগ্রাম P.R.M. কলেজ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ছাত্রীদের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ফলে এক নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার ঘটেছে। তাদের সামাজিক অবস্থার সাথে সাথে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। প্রতিটি ছাত্রী কীভাবে তাদের জীবিকা অর্জন করছে ও কোন পরিস্থিতির মধ্য থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে এসেছে তা জানার পর কিছুটা সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে, তাই পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির কথা মাথায় রেখে ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে ও উচ্চশিক্ষায় পরিকাঠামো আরো উন্নত করতে হবে।

অধ্যায়ঃ -৭

সাক্ষাৎকার তপশীল

সাক্ষাৎকার তপশীল

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে পরিমানগত এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নের তালিকা।

বিভাগ (ক) সাধারণ তথ্যঃ –

- ❖ বয়স
- ❖ লিঙ্গ
- ❖ বৈবাহিক অবস্থা
- ❖ শিক্ষাগত যোগ্যতা
- ❖ ধর্ম
- ❖ জাতির বিভাগ
- ❖ মাসিক পারিবারিক আয়।

বিভাগ (খ) উচ্চশিক্ষায় ছাত্রীদের সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নঃ –

- ❖ উচ্চশিক্ষায় লক্ষ্য
- ❖ পরিবারের সহযোগীতা
- ❖ শ্রেণীকক্ষে স্বাধীনতা
- ❖ ভাষাগত সমস্যা
- ❖ উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা
- ❖ শ্রেনীকক্ষে ছেলে মেয়ের গুরুত্ব
- ❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব।

প্রশ্নমালা

উচ্চশিক্ষায় পাঠরত পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রীদের সমস্যাঃ –

ছাত্রীর নাম ....;

ছাত্রীর পিতার নাম ....;

ঠিকানাঃ – গ্রাম .... পোষ্ট ....;

থানা ....জেলা..;

পিন .... বয়স ....|

১. আপনার বয়স কত?

২. আপনার মাতৃভাষা –

- বাংলা
- হিন্দি
- ইংরেজী
- অন্যান্য

৩. আপনি কোন ধর্মের অন্তর্গত?

- হিন্দু
- মুসলিম
- খ্রীষ্টান
- অন্যান্য

৪. আপনি কোন জাতির অন্তর্গত?

- জেনারেল
- এস.টি.
- এস.সি.
- ও.বি.সি.

৫. আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত?

- ১০০০-৩০০০
- ৩০০১ – ৬০০০
- ৬০০১ – ৯০০০
- ৯০০১ – ১২০০০
- ১২০০০ হাজার টাকার বেশি

৬. আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা –

- স্নাতক
- স্নাতকোত্তর
- অন্যান্য

৭. আপনার পরিবারের ধরন কীরূপ?

- একক পরিবার
- যৌথ পরিবার

৮. আপনার পিতা কোন পেশার সাথে যুক্ত?

- চাকুরী
- গৃহকর্মী
- অন্যান্য

৯. উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে আপনার লক্ষ্য কী?

- চাকরী
- অন্যান্য

১০. আপনার পরিবারে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আপনাকে কতটা সহযোগীতা করে?

- সম্পূর্ন
- আংশিক
- একদমই করে না

১১. আপনার পরিবারের উচ্চশিক্ষা চলাকালীন সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে পারে?

- হ্যাঁ
- না

১২. যদি না করে থাকেন তাহলে আপনি কোন উপায়ে পড়াশুনা চালান?

উত্তরঃ –

১৩. উচ্চশিক্ষা চলাকালীন আপনি কি কোন বৃত্তি পেয়েছেন (রাজ্য/ কেন্দ্র)?

- হ্যাঁ
- না

১৪. উচ্চশিক্ষা চলাকালীন কোন র্যাগিং বা অন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

- হ্যাঁ
- না

১৫. উচ্চশিক্ষা চলাকালীন আপনি কি বিবাহকে সমর্থন করেন?

- হ্যাঁ
- না

১৬. আপনি কি বিবাহিত?

- হ্যাঁ
- না

১৭. বাড়ি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব-

- বেশি
- কম

১৮. আপনি কি রেগুলার কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করা সমর্থন করেন?

- হ্যাঁ
- না

১৯. যদি না হয় তবে কেন? ....

২০. শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে আপনার মধ্যে স্বাধীনতা কতটা?

- বেশি
- কম

২১. শ্রেণীকক্ষের মধ্যে শিক্ষক মহাশয় ছেলে ও মেয়ে উভয় কে সমান গুরুত্ব দেন?

- হ্যাঁ
- না

২২. আপনি কি মনে করেন উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে সমান প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে?

- হ্যাঁ
- না

২৩. উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে আপনি কি ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হন?

- হ্যাঁ
- না

২৪. উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে আপনার সবচেয়ে বড় সমস্যা কী?

- অর্থনৈতিক
- যাতায়াত
- ভাষাগত
- অন্যান্য
- নেই

অধ্যায়ঃ – ৮

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী

১. Ahuja, Ram (2013), "Research Methods", RAWAT PUBLICATION, Jaipur- 302004, Rajasthan.

২. ইন্দু, কমল (২০১১); "সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি"। বানী প্রকাশন, কলকাতা- ৭০০০০৯।

৩. Causes of Women's Education Problem in India.in.

৪. গাঙ্গুলী , রামানুজ, মইনুদ্দিন, সৈয়দ আব্দুল হাফিজ (২০০৮); "সমকালীন ভারতীয় সমাজ", PHI Learning Private Limited, New Delhi- 110001.

৫. Wikipedia.com (Indian Causes & India's Literacy rate).

সমাপ্ত

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সাম্মানিক পরীক্ষার

আংশিক শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা পত্র

ভারতে জনসংখ্যা বিস্ফোরনে উচ্চশিক্ষিতদের মতামত

উপস্থাপক

অসীমা বেরা

রোল - ১১১৬১৩১ / নং. - ২০০১৭৫

রেজি নং. - ১৩১০০২১ (২০২০-২০২১)

সেমিস্টার - VI / পত্র – DSE-4T

examined 11/8/23

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ অর্ঘ্য শুকুল

সমাজতত্ত্ব বিভাগ প্রধান

শ্রীমতি সোহিনী কুন্ডু

সহকারী অধ্যাপিকা

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

নয়াগ্রাম পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারী মহাবিদ্যালয়

বালিগেড়িয়া,ঝাড়গ্রাম,পশ্চিমবঙ্গ

২০২৩

শংসাপত্র

এটি প্রত্যায়িত করা হচ্ছে যে"ভারতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণে উচ্চশিক্ষিতদের মতামত" এই ক্ষেত্র গবেষণাপত্রটি অসীমা বেরা তার সমাজতত্ত্ব অনার্স ষষ্ঠ সেমিস্টারের অংশ হিসেবে প্রস্তুত করেছি। আমি এই ক্ষেত্র গবেষণাটি প্রত্যায়িত করছি।

Dr. Netai Chandra Das

Principal / Officer- In – Charge

N.P.R.M GOVT. COLLEGE

PRINCIPAL / OFFICER-IN-CHARGE
NAYAGRAM P.R.M. GOVT. COLLEGE
BALIGERIA, NAYAGRAM, JHARGRAM
WEST BENGAL, 721125

Date : 11.08.2023

Place: Baligeria

শংসাপত্র

এটি প্রত্যায়িত করা হচ্ছে যে "ভারতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণে উচ্চশিক্ষিতদের মতামত" এই ক্ষেত্র গবেষণাপত্রটি অসীমা বেরা তার সমাজতত্ত্ব অনার্স ষষ্ঠ সেমিস্টারের অংশ হিসেবে প্রস্তুত করেছি। আমি এই ক্ষেত্র গবেষণাটি প্রত্যায়িত করছি।

Arghya Sukul

Dr. Arghya Sukul

H.O.D

Department Of Sociology

N.P.R.M GOVT. COLLEGE

Date : 11.8.2023

Place: Baligeria

শংসাপত্র

এটি প্রত্যায়িত করা হচ্ছে যে "ভারতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণে উচ্চশিক্ষিতদের মতামত" এই ক্ষেত্র গবেষণাপত্রটি অসীমা বেরা তার সমাজতত্ত্ব অনার্স ষষ্ঠ সেমিস্টারের অংশ হিসেবে প্রস্তুত করেছি। আমি এই ক্ষেত্র গবেষণাটি প্রত্যায়িত করছি।

S. Kundu

Dr. Sohini Kundu
Assistant Teacher's
Department of Sociology
N.P.R.M. GOVT. COLLEGE

Date: 11.8.2023
Place: Baligeria

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুরমু গভমেন্ট মহাবিদ্যালয় ষষ্ঠ সেমিস্টার এর পাঠ্যক্রম সমাজতত্ত্ববিভাগের স্নাতক ডিগ্রী লাভ এর উদ্দেশ্যে এই গবেষণা পত্রটি উপস্থাপিত করেছি "ভারতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণে উচ্চশিক্ষিতদের মতামত" প্রকল্পটি রূপায়ণ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণা কম থাকলেও আমার "সমাজতত্ত্ব"বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডর সকুল মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা সোহিনী কুন্ডু মহাশয়ার নির্দেশিকা এবং পরামর্শ আমার প্রকল্পের কাজটি রচনা করার ক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

এই গবেষণা মূলক প্রকল্পটি রচনার ক্ষেত্রে আমি প্রতিমুহূর্তে যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ উৎস সহযোগিতা ও নির্দেশনা লাভ করেছি তাদেরকে জানাই আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমার যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর শিক্ষক ডক্টর অর্ঘ্য শুকুল মহাশয় ও অধ্যাপিকা শ্রীমতি সোহিনী কুন্ডু মহাশয় কে এবং কৃতজ্ঞতা জানাই কলেজের প্রিন্সিপাল / অফিসার ইনচার্জ ডঃ নিতাই চন্দ্র দাস মহাশয় কে কারণ ওনাদের সাহায্য ও তত্ত্বাবধান ছাড়া এই গবেষণা পত্রটি সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না।

এছাড়া সাহায্য করেছেন আমার পরিবারের মা ও বাবা এবং আমার কলেজের বন্ধুরা তারা আমাকে বিভিন্ন সরবরাহ করেছে যার ফলে প্রকল্পটিকে আরো সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পেরেছি।

Asima Bera

ইতি

অসীমা বেরা

বি.এ ,সাম্মানিক ষষ্ঠ সেমিস্টার সমাজতত্ত্ব বিভাগ

নয়াগ্রাম P.R.M গভমেন্ট মহাবিদ্যালয়

রেজি -১৩১০০২১(২০২০-২১)

তারিখ: ২২.০৮. 2023

স্থান:

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• ভূমিকা	১-২
• দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ	৩-৬
• দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব	৭-১১
• দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা	১২-১৫
• গবেষণা উদ্দেশ্য	১৬-১৭
• গবেষণা পদ্ধতি ও পদ্ধতিবিদ্যা	১৮=২৬
• তথ্য বিশ্লেষণ	২৭-৩৫
• উপসংহার	৩৬
• সাক্ষাৎকার তপশিলি	৩৬-৩৮
• তথ্যসূত্র	৪০

ভারতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণে উচ্চশিক্ষিতদের মতামত

অধ্যায় :১

ভূমিকা

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

ভূমিকা

'জনসংখ্যা' বা 'population'কথাটি লাতিন popular কথাটি থেকে উদ্‌ভূত এর অর্থ জনগণ। যে কোন দেশের জনসংখ্যা এক মূল্যবান সম্পদ তবে অতি অল্প সময়ে নানা কারণে এর মাত্রাতিরিক্ত বা অপরিমিত বৃদ্ধি পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতার উপর অসম্ভব প্রভাব সৃষ্টি করে। বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য সংস্থান, কর্মসংস্থান ও সমাজ পরিবেশের উপর জনসংখ্যার এই মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধিকে বলে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ।

জনবিস্ফোরণ ভারতবর্ষের সবচেয়ে কঠিন ও জটিল সমস্যা 'জনসংখ্যা' বা populationকথাটি লাতিন popular শব্দ কথাটি থেকে উদ্‌ভূত ,এর অর্থ জনগণ।

যেকোনো দেশের জনসংখ্যা এক মূল্যবান সম্পদ কিন্তু এর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ভয়ংকর সমস্যা বর্তমান পৃথিবীতে যে হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে তা পৃথিবীর ধারণক্ষমতার উপর এক বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে ৫০০ কোটিতে পৌঁছে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর চালু হয়েছিল জনসংখ্যার ঘড়ি তখন বিষয়টি ছিল রীতিমতো উদ্বেগের সেই গোরি ৬০০ কোটি ছোঁয়১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে।

সম্প্রতি জনসংখ্যার বৃদ্ধি ভারতে এক ভয়াবহ সমস্যার আকার নিয়েছে।রাম আহুজার মতে এর ফলে নিম্নরূপ বিষয়গুলি প্রকট হয়ে উঠেছে_

১. বর্তমান বিশ্বে প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজন ভারতবাসী।জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না পারলে তা প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন ভারতীয় হয়ে দাঁড়াবে।

২. প্রতি 15 দিন অন্তর দশ লক্ষ ভারতীয় জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে।

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির মোট ৪৯ শতাংশের হার মূলত বিহার, মধ্যপ্রদেশ,রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশে সীমাবদ্ধ।

৪. প্রতিবছর যত দম্পতি বংশবৃদ্ধি বয়সসীমা পেরিয়ে যায়, তার তিনগুণ দম্পতি এই বয়সসীমার প্রবেশ করে। আগের দম্পতিদের থেকে নব দম্পতিদের উর্বরতার হার তিনগুণ বেশি।

৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এইভাবে চলতে থাকলে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে, সারা দেশে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যপরিসেবা অতি দুর্বল হয়ে পড়বে,শিক্ষা আবাসন ইত্যাদি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে। প্রযুক্তি ও কারিগড় বিদ্যার শুধুমাত্র ধ্বনির শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে পড়বে।

মোটকথা,খাদ্যের যে প্রবল চাপ আসবে তার ফলে জাতীয় জনসংখ্যার অর্ধেকেই দারিদ্র সীমার নিচে চলে যাবে।

অধ্যায়:২

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ

ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে জনবিস্ফোরণ বলা হয়। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে যে অভাবনীয় হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা পৃথিবীর ধারণক্ষমতার উপর এক অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।মাত্রা অতিরিক্ত জনবৃদ্ধি সারা বিশ্বে আজকাল নামে সমস্যা তৈরি করেছে। বর্তমানে ভারতে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অনুমান করা চলে 2050 খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতে ১৬০ কোটির বিশাল জনসংখ্যার দেশে পরিণত হবে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে আদর্শ বা কাম্য জনসংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ৪০ কোটি অথচ ২০৪১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০০ কোটিতে অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যা ধারণ ক্ষমতার চেয়ে এখনই প্রায় ৮১ কোটি বেশি। এইমাত্র অতিরিক্ত জনসংখ্যা কে জনবিস্ফোরণ আখ্যা দেওয়া ছাড়া আর কি ই বা বলা যায়।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে প্রতি বছর ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অস্ট্রেলিয়া সমগ্র জনসংখ্যার সমান সমান তবে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির পেছনে কিছু কারণ অবশ্যই রয়েছে যেগুলি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো _

১. উচ্চ জন্মহার:

ভারতের জন্মহার চীন, জাপান, ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনেক বেশি। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে ২১ জন ।এর কারণ হলো বা অল্প বয়সে বিবাহ শিক্ষার অভাব ধর্মীয় প্রভাব ,কুসংস্কার, দারিদ্র প্রভৃতি।

২. কম মৃত্যুহার:

সম্প্রতি ভারতে মৃত্যুর হার আগের তুলনায় অনেক কমেছে ।২০১১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে মাত্র ৭ জন। চীন, জাপান ও পশ্চিমী বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মৃত্যুহারের সঙ্গে ভারতের মৃত্যুহারের ফারাক খুব সামান্য, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তন, নতুন নতুন জীবন দায়ী ওষুধের আবিষ্কার ও প্রয়োগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি নিবারণ ইত্যাদি কারণে ভারতে মৃত্যুর হার আগের তুলনায় অনেক কমেছে।

৩. মহামারী নিবারণ:

বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে বসন্ত ,ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের হাজার হাজার লোক মারা যেত। আধুনিক উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার কল্যাণে বর্তমানে এই রোগ গুলি নিবারণ করা সম্ভব হয়েছে ।এর ফলে মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে এবং অবসম্ভাব বিফলস্বরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উর্ধ্বমুখী হয়েছে।

৪. বাল্যবিবাহ:

ভারতে নারীদের ১৮ বছরের নিচে এবং পুরুষদের একুশ বছরের নিচে বিবাহ আইন সিদ্ধ নয়। কিন্তু সরকারি আইন না মেনে রাজস্থান, গুজরাট ,উত্তর প্রদেশ, অন্ধপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে মেয়ে এবং ছেলেদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার অনেক আগেই বিবাহ হয়। এর ফলে নারীদের সন্তান উৎপাদনের সময়সীমা বেড়ে যায় ও জন্মের হার বৃদ্ধি পায়।

৫. শরণার্থীর আগমন:

স্বাধীনতার পর প্রতিবেশী দেশগুলি যেমন পাকিস্তান নেপাল চীন ও বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারতে প্রবেশ করেছে। এছাড়া, জাতিগত বিদ্বেষ ও দাঙ্গার কারণে শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ থেকে বহু সংখ্যক মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে এখনো বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করে চলেছে। বেআইনি অনুপ্রবেশ এর কারণে ভারতের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক বেশি।

৬.কুসংস্কার:

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পুত্রসন্তানি পিতা-মাতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করার অধিকারী ।এর ফলে বেশিরভাগ পরিবারই পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। বার্ধককে নিরাপত্তা পাওয়ার আশাতেও ভারতীয় সমাজে পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায় । এই প্রবণতাও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

৬. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি:

দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে যোগাযোগ ব্যবস্থা পৌঁছে যাওয়া মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী অতি সহজে উপলব্ধ হচ্ছে। ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে।

৭. বহুগামীতা:

ভারতীয় সমাজে অনেক সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে সাধারণভাবে বহুগামীতা লক্ষ্য করা যায়।

৮. জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনার প্রসার:

স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের বিস্তার ঘটেছে। তাছাড়া সরকারি জনসাস্থ্য বিভাগের কাজ কর্মের প্রসারের ফলে জনসংখ্যা ধিরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯. অর্থনৈতিক উন্নতি:

দেশের পরিকল্পনাকালে শিল্প কৃষির উন্নতির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুল পরিমাণে ঘটেছে। এর প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, মাথাপিছু গড়ায় বৃদ্ধি, আর্থসামাজিক নির্ভরতা এবং পরোক্ষ ফল হিসেবে জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

১০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি:

ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস অনেক ক্ষেত্রে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করেছে ।জীবন সুরক্ষিত হওয়ায় পরোক্ষভাবে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

অধ্যায়:৩

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব গুলি হল

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত সমস্যা গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধানও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল পরিবেশের অবনমন তথা পরিবেশের দূষণ বর্তমান সারা পৃথিবী ব্যাপী যে সব পরিবেশ দূষণগত সমস্যা দেখা যায় তা প্রধানত এই জনসংখ্যা ও তার সাথে বিভিন্ন মনুষ্য কার্যকলাপ পরিবেশের ধারণ ক্ষমতা অতিক্রম করে কোটি কোটি মানুষের চাহিদাকে পূরণ করা পরিবেশের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

জনসংখ্যার অত্যাধিক বৃদ্ধি আমাদের পরিবেশের জীবন মন্ডলের অন্তর্গত ভূমন্ডল বায়ুমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলের উপর তথা পরিবেশের উপর কিরূপবিরুপ প্রভাব ফেলে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো_

পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব গুলি হল:

স্থলভাগের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

পৃথিবীর মাত্র ২৯ শতাংশ স্থলভাগ এবং এই স্থলভাগের প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ ও সীমিত কিন্তু মানুষের অবিবেচনা প্রসূত কাজকর্মের ফলে এই স্থলজ পরিবেশ প্রতিনিয়ত দূষিত হয়ে পড়েছে মানুষের কার্যকলাপ স্থলভাগের উপর যে সব প্রভাব ফেলে সেগুলি হল_

১. অরণ্য বিনাশ:

মানব সভ্যতার শুরুর প্রথম দিকে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অরণ্য দ্বারা আবৃত ছিল কিন্তু বর্তমানে খুব সামান্য অংশ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। কেবলমাত্র বিংশ শতকে ৯মিলিয়ন হেক্টর অরণ্য কৃষি জমি সম্প্রসারণ এর জন্য লোক পেয়েছে। কৃষি জমি সম্প্রসারণ এর জন্য লোক পেয়েছে। অনুমান করা হয় যে প্রতিবছর প্রায় ১৬ মিলিয়ন হেক্টর অরণ্য মানুষের নানা রকম কার্যকলাপের ফলে ধ্বংস হচ্ছে।

২. মৃত্তিকা ক্ষয়:

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসতবাড়ি ,কৃষি জমি সম্প্রসারণ, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি কারণে মৃত্তিকার উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মৃত্তিকা ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে। মৃত্তিকা ক্ষয়ের ফলে মানুষের গুণগত মানের অবনমন হচ্ছে, যার মৃত্তিকাকে পতিত ভূমিতে পরিণত করেছে।

৩. মৃত্তিকা দূষণ:

বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। আর এই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি জমিতে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার করা হচ্ছে ফলে মৃত্তিকা দূষণের পরিমাণ বাড়ছে।

৪. জীব বৈচিত্রের হ্রাস:

জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বিপন্নতার মুখে ঠেলে দিচ্ছে ফল স্বরূপ জীব বৈচিত্রের হ্রাস পাচ্ছে।

৫. বিষাক্ত কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি:, মানুষের ব্যবহারের ফলে উৎপন্ন কঠিন বজ্র পরিবেশগত নানা সমস্যা সৃষ্টি করে শিল্পাঞ্চল থেকে নির্গত কঠিন ও বিষাক্ত বজ্র পদার্থ গুলি ব্যবস্থাপনা আজ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

মানুষ বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটায় ।মানুষের কাজের ফলে নির্গত বিভিন্ন উপাদান পরিবেশের সঙ্গে মিশে পরিবেশকে দূষিত করে। পরিবেশে উপস্থিত উপাদানগুলি ভারসাম্য অবস্থায় থাকে কিন্তু মানুষের দ্বারা নির্গত উপাদানগুলি বায়ু সাথে মিশিয়ে ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় আবার এমন কিছু উপাদান আছে যেগুলি পরিবেশের নেই কিন্তু মানুষের দ্বারা সেগুলি পরিবেশে উপস্থিত হয়েছে।

মনসা সৃষ্ট কার্যকলাপ গুলির মধ্যে শিল্প কারখানা বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন প্রকারের বায়ু দূষক নির্গমনে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ক. গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বিশ্ব উষ্ণায়ন:

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্পাঞ্চল ,তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, ঢ়যানবাহন থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে।

খ. ওজোন স্তরের বিনাশ:

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ওজোন স্তরের উপস্থিতি দেখা যায় যা আমাদের সূর্য থেকে নির্গত ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। কিন্তু বর্তমানে মনুষ্যসৃষ্ট ক্লোরোফ্লুরো কার্বন এই ওজোন স্তরকে ক্ষয় করেছে ফলে অতিবেগুনি রশ্মি সহজেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

গ . অম্ল বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি:

শিল্পাঞ্চল গুলি থেকে নির্গত সালফার ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বৃষ্টির জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে এসিড বৃষ্টির রূপে ঝরে পড়ে, যা ভূপৃষ্ঠীয় জল ভৌম জলের দূষণ ঘটায় ও অরণ্যের ব্যাপক ক্ষতি করে।

বারিমন্ডলের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হল বারিমন্ডল কিন্তু বিভিন্ন রকম দূষিত পদার্থের জলে মিশে জলকে দূষিত করে দিচ্ছে ।যেমন ড্রেনের জল, খনিজ তেল ,তেজস্ক্রিয় বর্জ্য প্রভৃতি সমুদ্র ,নদী এমনকি ভৌম জলকেও দূষিত করে দিচ্ছে ফলে মানুষের প্রাণযোগ্য জলের অভাব দেখা দিচ্ছে ।

অধ্যায়:৪

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

১. পরিবার পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা:

পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের সঠিকভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন ।কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে সহযোগিতা অথবা পুরস্কার দান ও শাস্তির সমন্বয়ে জন্ম বৃদ্ধির হারকে কমানো সম্ভব।

২. অঞ্চল ও উপাঞ্চলে দেশকে ভাগ:

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে দুজন সংখ্যা বিশেষজ্ঞ গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন কিভাবে জনবিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তারা সমগ্র দেশের ৩৫০ টি জেলাকে চারটি অঞ্চলে ও ১৬ টি উপ অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন। দেখা গেছে, কিছু অঞ্চলে কিছু প্রচেষ্টা ছাড়াই জন্মহার রাজ পেয়েছে আবার কিছু অঞ্চলে সর্বাধিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনা অঞ্চল ভিত্তিক প্রচার ও প্রয়োগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো সম্ভব।

৩. বিবাহের বয়সের সীমা বৃদ্ধি:

বিবাহের বয়স, পরিবারের আকার এবং পরিবার পরিকল্পনার প্রতি মনোভাবের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান, অধিক বয়সে বিবাহ জন্মের হারকে কমিয়ে আনে, তাই এ বিষয়ে সচেতনতা শিবিরে একান্ত প্রয়োজন।

৪. নতুন জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সন্ধান:

হরিয়ানা ,মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা অঞ্চলে প্রচলিত গর্ভনিরোধক এর প্রচলন আছে। তবে ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদের উপর আরো গবেষণা প্রয়োজন ।আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপুঞ্জের আদিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যাপক গবেষণা কালী দেখা গিয়েছে তাদের কিছু অংশের মধ্যে খুবই কম ।এই ফলাফল থেকেও প্রয়োজনীয় সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

৫. অর্থনৈতিক বিকাশ:

প্রকৃত অর্থের জন্ম নিয়ন্ত্রক হলো অর্থনৈতিক বিকাশ, অর্থনীতির ' চাহিদা ও যোগান' নীতির কথা মনে রেখেই আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আমাদের 'যোগান' বাড়াতে হবে যা নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর যাদের নানা দ্রব্য ও পরিষেবার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আবাস গৃহের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেই চাহিদাকে কমানো যায় তাহলে যোগানো চাহিদার মধ্যে এমন এক ভারসাম্য আনা যাবে যার অর্থনীতিতে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। এই ভাবেই শিক্ষার, চাকরির, পরিবহনেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের চাহিদা ও কমিয়ে ফেলা যায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

এর ফলে অর্থনীতি এর বিকাশের হারি বৃদ্ধি পাবে এই বিষয়টি আবার বিপরীত দিক থেকেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

কাইর ঐ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (জনসংখ্যা ও বিকাশ) স্বীকার করা হয়েছে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয় সমূহ, অর্থনৈতিক বিকাশ ও স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য নিবিড় সম্পর্ক আছে।

৬. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ:

যেকোনো কাজের সাফল্য নির্ভর করে মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্য তার উপর। যতক্ষণ না সব মানুষ কোন একটি প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে ততক্ষণ প্রার্থিত ফল লাভ করা সম্ভব হয় না, এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির কাজ করার সুবিধা হয়,কারণ আমি সাধারণ মানুষের কাছে এই সংস্থাগুলির গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। এরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারে পরিবার কল্যাণ দপ্তর এই সংস্থাগুলিকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে ফলে সংস্থাগুলি বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পারে।

৭. শিক্ষার প্রসার:

বর্তমান শিল্প সভ্যতার যুগে জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে হবে.।শিক্ষার প্রসার হলে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে মনের সংকীর্ণতা দূর হবে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে অবশ্য প্রয়োজনীয় হলো গণশিক্ষা।

আমাদের সরকারের জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জনসংখ্যার সংখ্যা কত নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ থাকবে না ,এর সঙ্গে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত পরিযান, শহরে অত্যাধিক ভিড় বাড়াবার প্রবণতা ও যথেষ্ট বাসযোগ্য স্থান ও সুপারিশের ব্যবস্থা ইত্যাদি দিকেও নজর দিতে হবে ।এর জন্য গ্রহণযোগ্য নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনা প্রয়োজন তাই শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সমস্যা হিসেবে গণ্য না করে এর সঙ্গে সম্পদের প্রাপ্যতাকেও যুক্ত করে দেখতে হবে। পরিবার পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যায়: ৫

গবেষণা উদ্দেশ্য

গুলি সংগৃহীত তথ্যের মধ্য দিয়ে সত্য বলে প্রমাণিত হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো সংগৃহীত তথ্যের মধ্য দিয়ে এই অনুমান গুলির সত্যতা যাচাই করা ,আমরা এই অনুমান গুলির সামনে রেখেই প্রশ্নমালা তৈরি করেছে।

অতএব এই অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অনুমান গুলি উল্লেখ করা প্রয়োজনগুলি হল-

গত কয়েক বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের জীবনে তথা প্রাকৃতিক সামাজিক ও বায়ুমণ্ডলের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে।

মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন জীবজন্তু তাদের বাসস্থান হারিয়ে ফেলেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান সমাজ ক্রমশ গতিশীল এই সমাজে প্রগতির জন্য শিক্ষা হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গত আমরা এই গবেষণা কাজে দেখাতে চেয়েছি যে ঝাড়গ্রাম জেলা নয়াগ্রাম অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মতামত।

উদ্দেশ্য ছাড়া যে কোন গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে গবেষণার কাজে এগোতে হয়। আলোচ্য গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য গুলি হল।

জনসংখ্যার অত্যাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করে?

জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রকৃতির উপর কিরূপ প্রভাব ফেলে?

জনবিস্ফোরণ বায়ুমন্ডলের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলে?

জনবিস্ফোরণের ফলে মানুষদের কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।?

অধ্যায়:৬

গবেষণা পদ্ধতি ও পদ্ধতিবিদ্যা

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি হলো গবেষণা সংক্রান্ত কৌশল গবেষণার প্রকার প্রকরণের অনুকূলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে গবেষণা পদ্ধতি হল সেই সকল পদ্ধতি সমূহ যা গবেষণা বাস্তবায়নে গবেষক ব্যবহার করে থাকেন অন্যভাবে বলা যায় যে সকল পদ্ধতি সমূহ গবেষণা ক্ষেত্রে গবেষক ব্যবহার ব্যবহার করে থাকেন তাকে গবেষণা পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। সেহেতু গবেষণা বিশেষত ফলিত গবেষণার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সমাধান সূত্র অবস্থিত উপাত্তসমূহ সমস্যাবলীর অস্পষ্ট সূত্র সমূহ শ্বাস স্পষ্টীককরণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উনুমোচিত হতে পারে এই দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা পদ্ধতিকে তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. প্রথম গোষ্ঠীতে উপাত্ত সংগ্রহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নিয়োজিত হতে পারে এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপাত্য সংগ্রহ সংক্রান্ত জটিলতা মুক্ত হওয়া সম্ভব।

২. দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে পরিসংখ্যানগত কৌশল গুলি গড়ে তোলা যেতে পারে এক্ষেত্রে নির্ধারিত উপাত্তের সঙ্গে অজানের সম্পর্কটি নির্ধারিত থাকে।

৩. তৃতীয় গোষ্ঠীতে যে সকল পদ্ধতি নিয়োজিত থাকে তা হল প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সিদ্ধান্ত সমূহের সত্যতা যাচাই করার পদ্ধতি।

আলোচ্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গোষ্ঠী গবেষণার পর্যালোচনা কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

গবেষণা পদ্ধতি বিদ্যা

গবেষণা পদ্ধতি বিদ্যা হল এমন একটি পথ নির্দেশিকা যাকে পাথেয় করে গবেষণা সম্পর্কিত সমস্যা গুলি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় সমাধান করা সম্ভব হয় । বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়ায় যথাযথ উপলব্ধির মাধ্যমে কেমন করে গবেষণা ক্রিয়া সম্পন্ন হবে ।,সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এর দ্বারা গড়ে তোলা সম্ভব হয় । এখানে গবেষক কিভাবে পর্যায়ক্রমে মূল গবেষণার অন্তিম পর্বে পৌঁছাবেন, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক নির্দেশিকা থাকে। এই প্রেক্ষাপটে গবেষক কে শুধু গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেই চলবে না এ সম্পর্কেও বিস্তারিত , লাভ করতে হবে। গবেষককে শুধু অভিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা গুলি জানলেই চলবে না, কেমন করে গড়, মধ্যমান, সংখ্যাগুরু মান আ বিচ্যুতি ,কেন্দ্রীয় প্রবণতা ইত্যাদি পরিমাপিত হবে সে সম্পর্কে গবেষককে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রয়োগ কৌশল ব্যবহৃত হবে সে বিষয়েও গবেষককে স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

এর সার্বিক অর্থ হলো, গবেষক তার গবেষণার স্বচ্ছতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পদ্ধতি বিদ্যার নকশা রচনা করবেন তার গবেষণামূলক সমস্যার সমান্তরালে যেমন করে একজন স্থপতি ইমারত গড়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় পরিকল্পনা তৈরি করেন, নকশা গড়েন এবং অভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধা গুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন।

একটি নমুনার উপর পরিচালিত হয়েছে কমলাপুর গ্রামের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিত্বকে সংগ্রহ করা হয়েছে পায়েলের ধরনের সময় নির্দিষ্ট উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা নেওয়া হয়েছে গবেষণা নকশার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি পাইলট অধ্যায়ন অনুসরণ করে।

নমুনা ফ্রেম এবং নমুনা আকার

প্রস্তাবিত অধ্যয়নে নমুনাটি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার নোয়াগ্রাম অঞ্চলের ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ব্যক্তিদের থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গত কয়েক বছরে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি সাধারন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই বিশেষ প্রবন্ধটি পরিচালনা করার জন্য ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে বিবেচনা করেছেন ।এখানে ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সি ব্যক্তিদের উভয়কেই সাক্ষাৎকারের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল ।যাই হোক সুবিধাজনক উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা টানা হয়েছিল।

নমুনায়ন পদ্ধতি:

মনায়ন হলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক একটিমাত্র অংশ নমুনা পর্যবেক্ষণ করে তার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কে সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারনীকরণে পৌঁছানোর লক্ষ্যই হলো নমুনায়ন।

পরিমাণগত পদ্ধতি:

পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কেস স্টাডি, শিক্ষার্থীদের সাথে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া এবং গভীর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । সমীক্ষা ও গুণগত তথ্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত দৃষ্টিগুলিকে একত্রিত করে, অধ্যয়নটি ভারতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নিয়ে উচ্চশিক্ষিতদের অভিমত সম্পর্কে আরো সূক্ষ্ম বোঝাপড়ার পৌছানোর চেষ্টা করে।

শুরুতে, গবেষণা নকশার বিভিন্ন দিকের একটা পরীক্ষা করার জন্য একটি পাইলট অধ্যয়ন করা হয়েছে। পদ্ধতিগত ভাবে ,পাইলট জড়িয়ে বা ট্রাই আউট অন্তত দুটি উপায়ে গবেষকদের সাহায্য করে। প্রথমত ,এটি মূল সমীক্ষায় আরো কার্যকর ভাবে তদন্ত করার জন্য সমস্যা ক্ষেত্রগুলিতে প্রকাশ করার সুবিধা দেয়। দ্বিতীয়ত, এটি গবেষণা নকশার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সময়সূচী বা একটি নির্দিষ্ট অধ্যয়নের উদ্দেশ্য গুলির অতি চূড়ান্ত বা প্রধান সমীক্ষাকে আরো ফোকাস যুক্ত বাচনা করা প্রশ্নাবলী।

একটি নমুনার উপর পরিচালিত হয়েছে কমলাপুর গ্রামের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিত্বকে সংগ্রহ করা হয়েছে পায়েলের ধরনের সময় নির্দিষ্ট উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা নেওয়া হয়েছে গবেষণা নকশার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি পাইলট অধ্যায়ন অনুসরণ করে।

নমুনা ফ্রেম এবং নমুনা আকার

প্রস্তাবিত অধ্যয়নে নমুনাটি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার নোয়াগ্রাম অঞ্চলের ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ব্যক্তিদের থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গত কয়েক বছরে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি সাধারন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই বিশেষ প্রবন্ধটি পরিচালনা করার জন্য ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে বিবেচনা করেছেন।এখানে ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সি ব্যক্তিদের উভয়কেই সাক্ষাৎকারের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল।যাই হোক সুবিধাজনক উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা টানা হয়েছিল।

নমুনায়ন পদ্ধতি:

মনায়ন হলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক একটিমাত্র অংশ নমুনা পর্যবেক্ষণ করে তার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কে সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারনীকরণে পৌঁছানোর লক্ষ্যই হলো নমুনায়ন।

নমুনা হলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক একটি ছোট অংশ নমুনা পর্যবেক্ষণ করে তার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কে সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারনীকরণে পৌঁছানোর লক্ষ্য হলো নমুনায়ন।

বর্তমানে গবেষণাটিতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন প্রক্রিয়ার কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে এ ক্ষেত্রে প্রতিটি উত্তরদাতা হলো ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা।

বিশ্লেষণের একক:

সামাজিক গবেষণায় বিষয়বস্তু নির্বাচন অনেক সময় বিশ্লেষণের একককে উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে গবেষণার কাজে একক হিসেবে ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে ।২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা এখানে বিশ্লেষণের একক।

নমুনার আকার:

এই কাজে নমুনার আকার হলো ৫০ জন।

সময়:

পুরো তথ্য সংগ্রহের করতে সময় লেগেছে প্রায় এক মাস। প্রত্যেক উত্তর দাতার সময় লেগেছে প্রায় আধঘন্টা (পরিস্থিতি অনুযায়ী এর বেশি সময় লেগেছে)

সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন তালিকা

যেহেতু এই গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাই প্রশ্নপত্র হিসাবে সাক্ষাৎকার প্রশ্ন তালিকা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে ।যার মাধ্যমে গবেষক এর পক্ষে উত্তরদাতা কে উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

এই গবেষণা বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উদ্দেশ্য ভিত্তিক নমুনা চান ব্যবহার করা হয়েছে, যে পদ্ধতিতে গবেষক নিজের ইচ্ছামতো এবং অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে নমুনা সমগ্র এর প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা নির্বাচন করে থাকেন তাকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন বলে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্নমালা প্রস্তুতিকরণ:

প্রশ্নমালা হল ক্ষেত্র সমীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ তত্ত্বাবধায়ক এর একান্ত সহযোগিতায় আমরা কোন সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী হয়েছে এই বিষয়টি বুঝার জন্য ব্যবহার তথ্যের প্রয়োজন।

প্রশ্নমালাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা-

মুক্ত প্রশ্নমালা:

এই প্রশ্নমালার মাধ্যমে উত্তরদাতার কাছ থেকে বিষয় সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এখানে উত্তরদাতার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

বদ্ধ প্রশ্নমালা:

এই প্রশ্নমালা থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে কতগুলি নির্দিষ্ট উত্তরের মধ্য দিয়ে নিজে উত্তর কে বেছে নিতে হয় ।এক্ষেত্রে উত্তরদাতার মতামত প্রকাশের স্থান থাকে না। উত্তর হ্যাঁ বা না দিতে হয়।

ক্ষেত্র গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- এই গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে আসা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি যা এই গবেষণা প্রকল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

- অনেক সময় উত্তরদাতা উত্তর দিতে সংকোচন বোধ করেছে।

- কিছু উত্তর দাদাকে নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায়নি।

- কিছু উত্তরদাতা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেয়নি এবং কিছু তথ্যের ভুল তথ্য প্রদান করেছে।

- তথ্য প্রদানকারীদের মধ্যে কেউ আবার প্রশ্ন তুলেছিলেন যে ,উত্তর দানে তাদের লাভ কি?

- অনেক উত্তরদাতা বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে কৌতুহল ভাব প্রকাশ করেছে।

অধ্যায়:৭

তথ্য বিশ্লেষণ

তথ্য বিশ্লেষণ

সেকেন্ডারি ডেটা হলো এক ধরনের ডেটা যা ইতিমধ্যে বই, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল,অনলাইন পোর্টাল ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে ব্যবসায়িক অধ্যয়নে আপনার গবেষণার ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণে যেটা উপলব্ধ রয়েছে, প্রায় প্রকৃতি নির্বিশেষে গবেষণা এলাকা। অতএব, গবেষণায় ব্যবহার করার জন্য গৌণ ডাটা নির্বাচন করার জন্য উপযুক্ত মানদণ্ডের সেট প্রয়োগ গবেষণার বৈধতা এবং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই মানদণ্ড গুলির মধ্যে রয়েছে, তবে প্রকাশের তারিখ, লেখক এর প্রশ্নপত্র উৎসে নির্ভরযোগ্যতা, আলোচনার গুণমান, বিশ্লেষণের গভীরতা গবেষণার ক্ষেত্রে বিকাশের পাঠ্যটির অবদানের পরিমাণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত সেকেন্ডারি ডেটা সংগ্রহ সাহিত্য পর্যালোচনা অধ্যায়ের আবৃত গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সেকেন্ডারি ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি সময় প্রচেষ্টা এবং খরচ বাঁচানোর মতো বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। তবে তাদের একটি বড় অসুবিধায় রয়েছে বিশেষ করে গৌণ গবেষণা নতুন ডাটা তৈরি করে সাহিত্যের সম্প্রসারণ এর অবদান রাখে না।

সামাজিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পর বিশ্লেষণ করে তথ্যাদির অর্থ নির্ণয় করা হয়ে থাকে উক্ত বিষয়ে গবেষণায় প্রাপ্ত বিশ্লেষণ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

তালিকা- .১

উত্তর দাতার লিঙ্গ

লিঙ্গ	পরিসংখ্যা	শতাংশ
পুরুষ	২৩	৪৬.০০
মহিলা	২৭	৫৪.০০
অন্যান্য	০	০০
মোট	৫০	১০০.০০

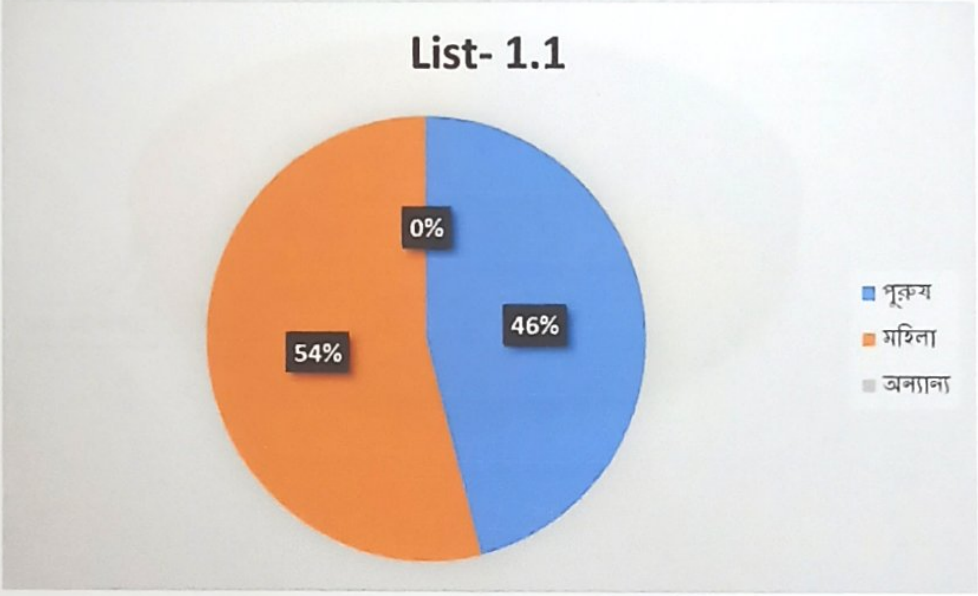

উপরে সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০ জন উপদাতার দের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২৩ যা মোটের ৪৬% মহিলাদের সংখ্যা ২৭যা মোটের ৫৪% এবং অন্যান্যদের সংখ্যার যা মোটের ০ %অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষের অপেক্ষায় মহিলাদের সংখ্যা বেশি।

তালিকা- ২

উত্তর দাতার বয়স

বয়স	পরিসংখ্যা	শতাংশ
২৫-৩৫ বছর	১৯	৩৮.০০
৩৬-৪৫ বছর	৩১	৬২.০০
মোট	৫০	১০০.০০

LIST- 1.2

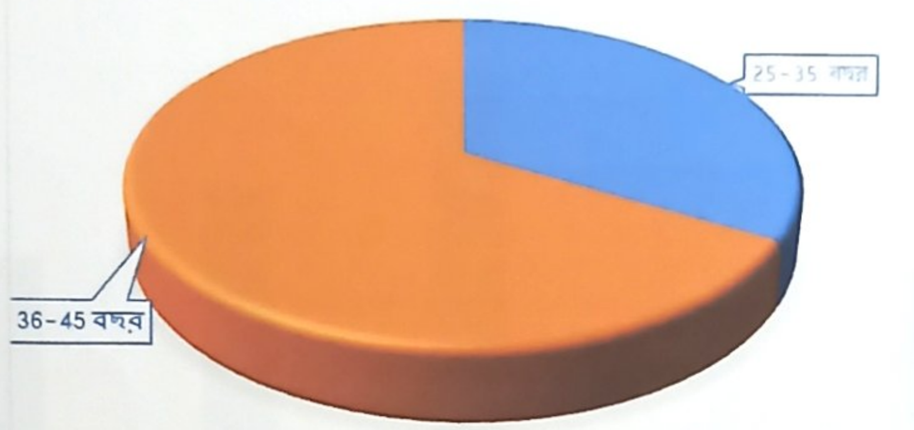

উপরের সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৫ - ৩৫ বছরের মধ্যে যাদের সংখ্যা ১৯ যা মোটের ৩৮% আবার ৩৬ - ৪৫ বছরের মধ্যে যাদের সংখ্যা ৩১ যা মোটের ৬২ % অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৬ - ৪৫ বছরের মধ্যে বয়সী উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি।

তালিকা - ৩

উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিসংখ্যা	শতাংশ
M.A1st sem	১০	২০.০০
B. ED	১২	২৪.০০
M.SC 3rd sem	১৫	৩০.০০
MBBS	০৩	০৬.০০
M.ED	১০	২০.০০
মোট	৫০	১০০.০০

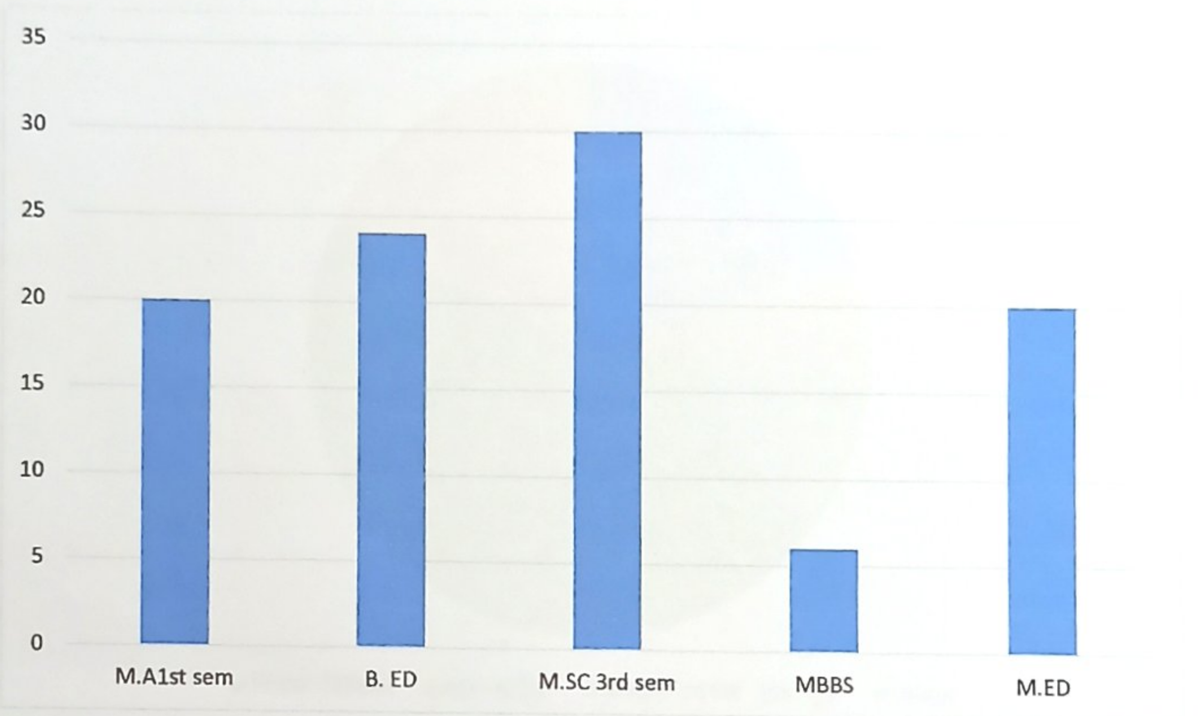

উপরে সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০ উত্তর দাতার মধ্যে M.A1st sem উত্তরদাতা সংখ্যা ১০ জন যা মোটের 20% B. EDউত্তরদাতার সংখ্যা ১২ জন যা মোটের ২৪ % M.SC 3rd sem উত্তরদাতার সংখ্যা ১৫ জন যা মোটের ৩০%অর্থাৎMBBS উত্তর দাতা সংখ্যা ৩ জন যা মোটের ৬% এমএ এর উত্তরদাতার সংখ্যা ১০ জন যা মোটের ২০ %অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে M.SC3rd sem উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি।

তালিকা - ৫

সদস্য সংখ্যা	পরিসংখ্যা	শতাংশ
৩-৫ জন	২৪	৪৮.০০
৬-১০ জন	১৯	৩৮.০০
১০এর অধিক	৭	১৪.০০
মোট	৫০	১০০.০০

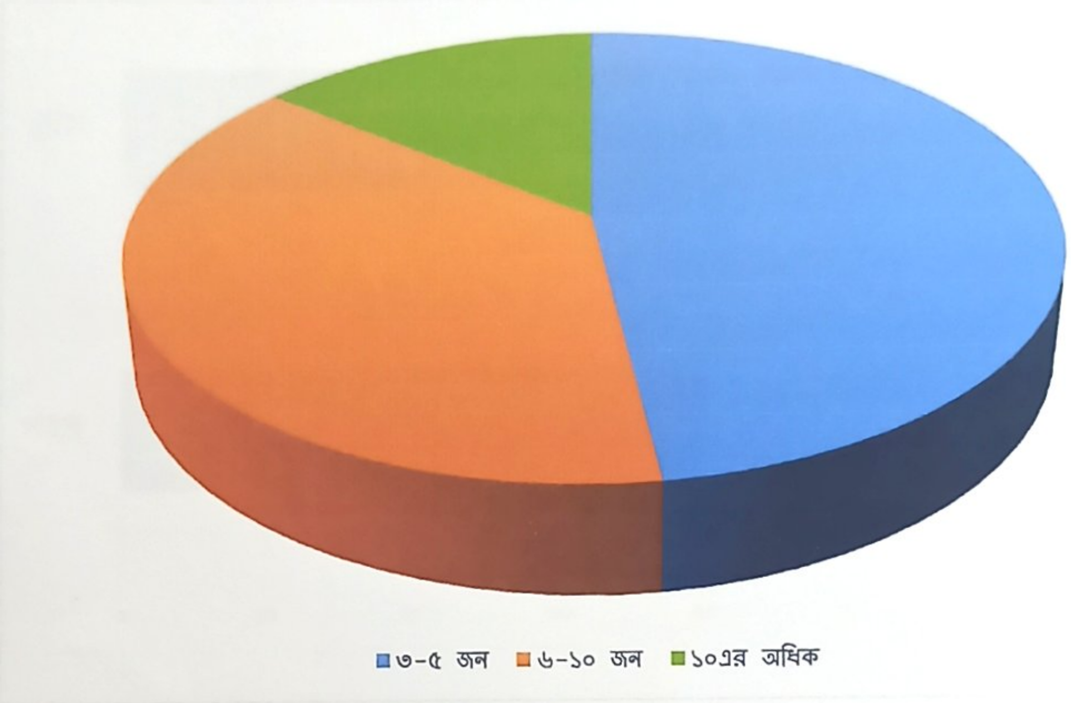

আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত সেটা জানা জরুরী ।গবেষণা থেকে জানা গেছে নমুনার ৪৮ শতাংশ উত্তরদাতার ৩-৫ জন সদস্য আছে। ৩৮ শতাংশ পরিবারে ৬-১০ জন সদস্য আছে ।১৪শতাংশ পরিবারে ১০এর অধিক সংখ্যক সদস্য আছে।

তালিকা - ৬

বসবাসের জায়গা	পরিসংখ্যা	শতাংশ
শহর	২০	৪০.০০
গ্রাম	৩০	৬০.০০
মোট	৫০	১০০.০০

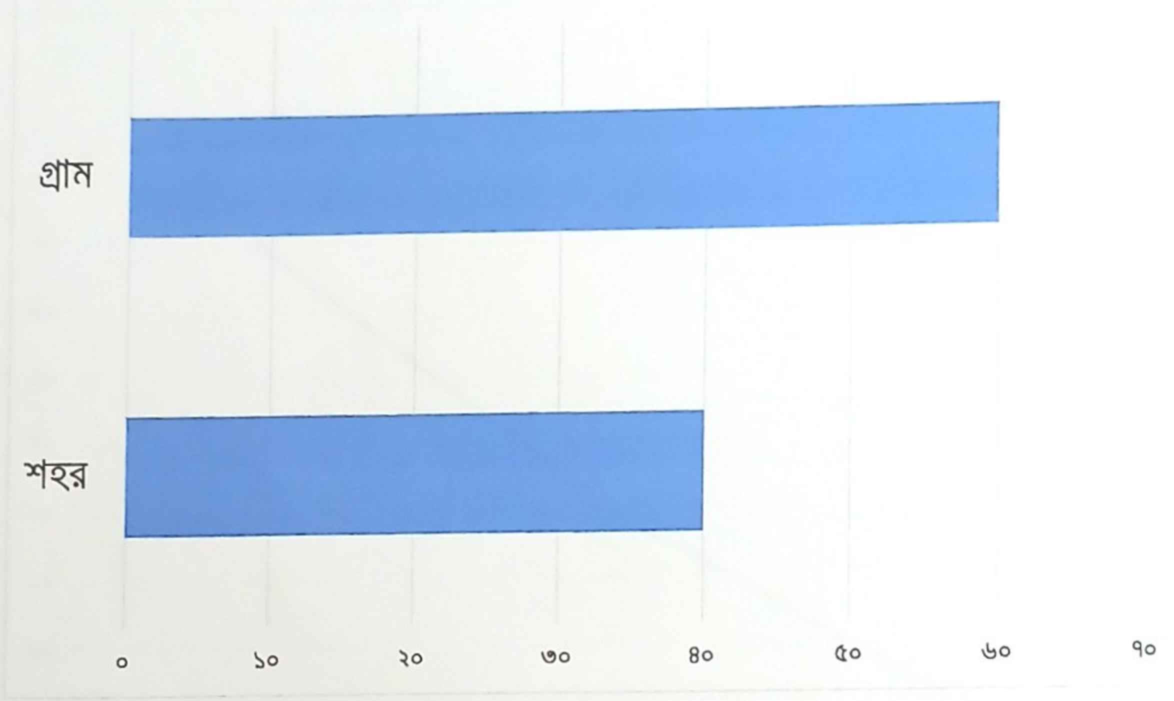

উপরের সারণী থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০ জন উত্তর দাদাদের মধ্যে শহরবাসীর সংখ্যা ২০জন যা মোটের ৪০ শতাংশ । গ্রামবাসীর সংখ্যা ৩০জন যা মোটের ৭ শতাংশ অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে শহর অপেক্ষা গ্রামের সদস্য সংখ্যা বেশি।

তালিকা - ৭

দশ বছরে জনসংখ্যার পরিবর্তন	পরিসংখ্যা	শতাংশ
আংশিক পরিবর্তন	৩৫	৭০.০০
বৃহৎ পরিবর্তন	১৫	৩০.০০
কন পরিবর্তন হয়নি	০০	০০.০০
মোট	৫০	১০০.০০

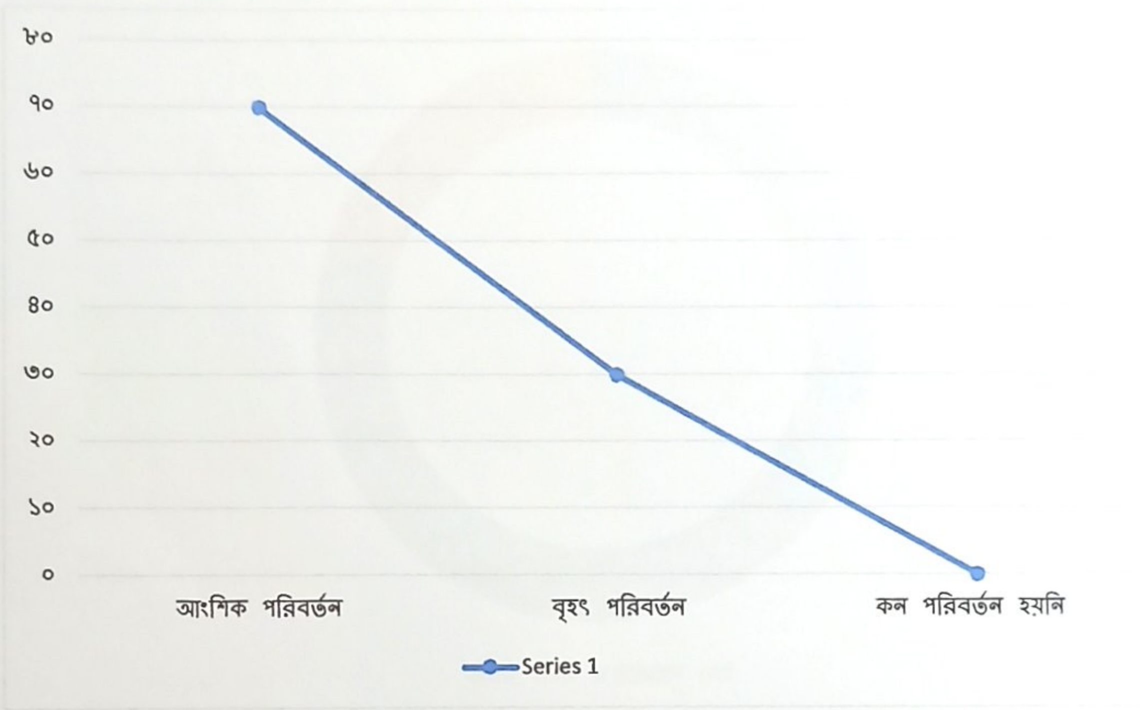

উপরের সারণীটি উত্তরদাতার এলাকার কত দশ বছরে জনসংখ্যার কি রূপ পরিবর্তন ঘটেছে দেখা যাচ্ছে ৭০ শতাংশ আংশিক পরিবর্তন হয়েছে, ৩০ শতাংশ বৃহৎ পরিবর্তন হয়েছে এবং পরিবর্তনহীন এলাকা ০ শতাংশ।

তালিকা - ৮

ফ্যামিলি প্ল্যানিং	পরিসংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৪০	৮০.০০
না	১০	২০.০০
প্রয়োজন নেই	০০	০০.০০
মোট	৫০	১০০.০০

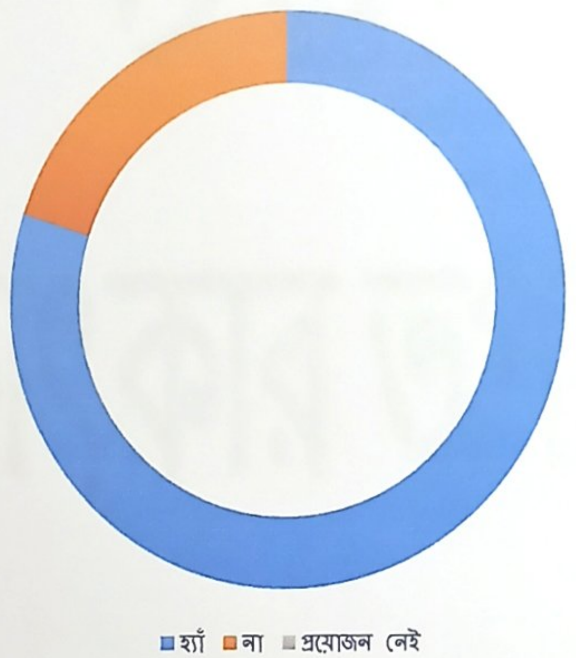

উপরের সারণীটি থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোট ৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে হ্যাঁ বলেছেন ২৭ জন যা মোটের ৮০ শতাংশ। না বলেছেন ২১ জন যা মোটের ৪০ শতাংশ। প্রয়োজন নেই ০ শতাংশ।

অধ্যায়-৯

সাক্ষাৎকার তপশিলি

ভারতের জনসংখ্যা জনসংখ্যা বিস্ফোরণে উচ্চ শিক্ষিতদের মতামত

১. লিঙ্গ কি?

২. বয়স কত?

৩.আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

৪. কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত?

৫. আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত?

৬. আপনি গ্রামে নাকি শহরে বসবাস করেন?

৭. আপনি যে গ্রামে বা শহরে বসবাস করেন সেখানকার জনসংখ্যা কত দশ বছরে কতটা পরিবর্তন এসেছে?

1 আংশিক পরিবর্তন।

2 বৃহৎ পরিবর্তন।

³ কোন পরিবর্তন হয়নি।

৮. পরিবারে কি "ফ্যামিলি প্ল্যানিং "থাকা উচিত?

¹ হ্যাঁ

² না

³ প্রয়োজন নেই

৯. আপনি সরকারের "হামদো হামারা দো" স্লোগান সম্পর্কে অবগত?

¹ অবগত

² অবগত নয়

³ শুনেছি

১০. কোন পরিবারে যদি দুইয়ের বেশি সন্তান হয় তবে সেটা কি কারণে —সে বিষয়ে আপনার কি মতামত?

¹ সম্পত্তির রক্ষা

² বংশ রক্ষা

³ অজ্ঞতা ও অশিক্ষা

১১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোন ধরনের পরিবারে বেশি হয়ে থাকে?

1 যৌথ পরিবার

2 একক পরিবার

১২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ কি অশিক্ষা?

1 হ্যাঁ

2 না

১৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশগত কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়?

১৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কোন পরিবারের কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?

১৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পদ নাকি আপদ?

চিত্র :উষ্চশিক্ষিতদের সাক্ষাৎকার

অধ্যায়:৮

উপসংহার

উপসংহার

ভারতবর্ষের বিপন্ন অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

ভারতের জনসংখ্যা আকারকে দ্বিধারী তলোয়ার হিসেবে দেখা যেতে পারে সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ উভয়দেয়।অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, জনসংখ্যা গত লভ্যাংশ এবং প্রাণবন্ত ভোক্তা বাজার বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য অসংখ্য সুযোগ উপস্থাপন করে যাই হোক সম্পদের উপর চাপ, বেকারত্ব, দারিদ্র ,এবং স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক পরিষেবার উপর চাপ উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের বিষয়।

জনসংখ্যা লোক্যাংশকে দীর্ঘমেয়াদী আশীর্বাদে রূপান্তরিত করতে ভারতকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের দিকে মনোননিবেশ করতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং সম্পদ ও সেবার সুষম প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষে এই চ্যালেঞ্জ গুলির মোকাবিলা করে ।ভারত তার জনসংখ্যার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে, জাতিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ত্রুটিগুলি প্রশমিত করতে পারে।

অধ্যায়:১০

তথ্যসূত্র

দিয়েছে (২০১১-২০১৬) বছরের জন্য প্রতিষ্ঠান এবং তালিকা ভুক্তির বন্টনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহন অধ্যয়ন করা হয়েছে।

প্রবণতা ক্রমবর্ধমান কিন্তু ধীর হিসাবে পাওয়া গেছে পারস্পরিক সম্পর্কেও অধ্যয়ন করা হয়েছে, মূলশব্দ মহিলা, জনসংখ্যা, মহিলা তালিকা ভুক্তি, মহিলা শিক্ষক পারস্পরিক সম্পর্ক সহযোগ, জ্ঞানের প্রজন্মও প্রসারের মাধ্যমে উন্নয়নের উচ্চশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করেছিলেন যে শুধুমাত্র ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হল সমাজের কোনোদিনও পরিবর্তন ঘটবে না। ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে মহিলাদেরও শিক্ষা উচ্চশিক্ষা দেওয়া হলে সমাজের যত কুসংস্কার গোঁড়া ধর্মান্ধতা আছে এগুলি সবদূর হয়ে যাবে।পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহিলাদের শিক্ষা উচ্চশিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি সমাজের কুসংস্কার দূর করে মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারে সমাজকে বিশেষ উৎসাহিত করেছেন, তিনি সমাজকে বুঝিয়েছেন যে, পরিবারের মহিলারা, নারীরা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে তারা সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দিতে পারবেন। নারী শিক্ষা বা বিবাহিত মহিলাদের শিক্ষা উচ্চশিক্ষায় বিস্তারে যে সকল মনীষী নিরলস প্রয়াস চালিয়েছেন সমাজ সংস্কার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের মধ্যে স্মরণীয়।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে এদেশে নারী শিক্ষার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। রামমোহন বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার মাধ্যমেই নারীরাও মহিলাদের মুক্তি সম্ভব (১৮২২ খ্রিঃ) নারীদের প্রাচীন অধীকারের বর্তমানে সংকোচনের ওপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বিষয়টি একটি বই লেখেন তিনি। নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে তিনি নিজেও তেমন সচেষ্ট ছিলেন। তেমনি মিশনারীদেরও তিনি প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

প্রাকধারনা

যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাকধারনা হল একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়, কারণ প্রাকধারনা গবেষণার নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। কাজেই এই ক্ষেত্রে সামগ্রিক রুপরেখা রচনার স্বার্থে প্রাথমিক কিছু প্রাকধারনা পরীক্ষন সংগঠিত করেছি। প্রাকধারনা গুলি সংগৃহীত তথ্যের মধ্য দিয়ে সত্য বলে প্রমাণিত হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অন্যথা এর ব্যাতিক্রম ঘটতে পারে। সুতরাং আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল সংগৃহীত তথ্যের মধ্য দিয়ে এই প্রাকধারনা গুলির সত্যতা যাচাই করা। এই প্রাকধারনা গুলি সামনে রেখেই প্রশ্নমালা তৈরী করেছি। অতএব এই অধ্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাকধারনা গুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এগুলি হল –

- মহিলাদের উচ্চশিক্ষা অর্জনে পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা কি মূল বাধা।
- উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে মহিলাদের কাছে প্রদত্ত সরকারী অনুদান সঠিকভাবে পৌঁছায় না।
- মহিলাদের শিক্ষা গ্রহনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কি বাধার সৃষ্টি করে।
- সমাজে লিঙ্গগত বৈষম্যের দরুন কি মহিলারা উচ্চশিক্ষা থেকে দূরে থাকে।